খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (ওএমএস) নীতিমালা-২০২৪
(সংশোধিত)



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	শিরোনাম ও প্রবর্তন	১
২	ওএমএস কর্মসূচির পরিধি ও কার্যপদ্ধতি	১
৩	ওএমএস কর্মসূচির উপকারভোগী	১
৪	ওএমএস কর্মসূচি পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটি	১-৩
৫	কমিটিসমূহের কার্যপরিধি	৩-৪
৬	ওএমএস কর্মসূচি পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান	৪-৫
৭	ওএমএস কর্মসূচি মনিটরিং, পরিদর্শন ও প্রতিবেদন	৫-৬
৮	উপকারভোগী কর্তৃক প্রাপ্য চালের পরিমাণ, মূল্য ও বিতরণ	৭
৯	ওএমএস কর্মসূচিতে এলাকাভিত্তিক ডিলারের সংখ্যা	৭
১০	ওএমএস ডিলারশিপের জন্য আবেদনের যোগ্যতা	৭
১১	ওএমএস ডিলারশিপের জন্য আবেদনের অযোগ্যতা	৮
১২	ওএমএস ডিলার নিয়োগ পদ্ধতি	৮
১৩	ওএমএস ডিলারশিপ আবেদনপত্র জমাদানের শর্ত	৮
১৪	ওএমএস ডিলারশিপ আবেদনপত্র বাছাই, ডিলার নিয়োগ, জামানত ও চুক্তি সম্পাদন	৯
১৫	ডিলারশিপের মেয়াদ ও নবায়ন সংক্রান্ত	১০
১৬	ডিলার কর্তৃক খাদ্যশস্য উত্তোলন ও উপকারভোগীদের নিকট খাদ্যশস্য বিতরণ পদ্ধতি	১০
১৭	নিয়োগপ্রাপ্ত ওএমএস ডিলারদের করণীয়	১১-১২
১৮	ডিলারশিপ সাময়িক স্থগিতকরণ ও বাতিল	১২-১৩
১৯	অনিয়মের কারণে ডিলারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা	১৩-১৪
২০	ডিলারশিপ সাময়িক স্থগিত বা বাতিলের ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে ওএমএস কার্যক্রম চলমান রাখা	১৪
২১	জরুরী প্রয়োজনে বিশেষ এলাকার জন্য সাময়িক ডিলার নিয়োগ	১৪
২২	আপিল, রিভিউ ও রিভিশন	১৫
২৩	ডিলারশিপ হস্তান্তর/সমর্পণ/অবসান	১৫
২৪	ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ইস্যু	১৬
২৫	নির্দেশদান ও নীতিমালা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন ক্ষমতা	১৬
২৬	রহিতকরণ ও হেফাজত	১৬
২৭	পরিশিষ্ট (ক-ঘ)	১৮-২৩

খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (ওএমএস) নীতিমালা-২০২৪ (সংশোধিত)

Rules of Business, 1996 এর Rule 4(ix)(a) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, খাদ্যশস্যের বাজার মূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রবণতা রোধ করে নিম্ন আয়ের জনগণকে মূল্য সহায়তা (Price Support) দেয়া এবং বাজারদর স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে Public Food Distribution System (PFDS) এর আওতায় খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয়ের নিম্নরূপ নীতিমালা জারি করলো, যথা:

১। শিরোনাম ও প্রবর্তন:

ক) এই নীতিমালা "খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (ওএমএস) নীতিমালা-২০২৪" (সংশোধিত) নামে অভিহিত হবে।
খ) এই নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২। ওএমএস কর্মসূচির পরিধি ও কার্যপদ্ধতি:

ক) খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক খোলা বাজারে চাল ও আটা (গম পেষণ করে) বিক্রির এলাকা/আওতা, পরিমাণ, শুরুর সময় ও মূল্য নির্ধারিত হবে। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনার আলোকে খাদ্য অধিদপ্তর ওএমএস এর আওতায় চাল ও আটা বিক্রির কার্যক্রম পরিচালনা করবে। সরকার প্রয়োজনবোধে যে কোনো সময় ডিলার সংখ্যা এবং জেলা/উপজেলা/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনে ওএমএস কার্যক্রমের আওতা/পরিধি হ্রাস/বৃদ্ধি করতে পারবে। সাধারণভাবে কোনো এলাকার জনসংখ্যার ঘনত্ব, দারিদ্র্যের হার, শ্রমঘন শিল্পাঞ্চল, ভোক্তার চাহিদা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনায় সরকার সময়ে সময়ে ওএমএস কার্যক্রমের আওতা এবং বিক্রয়কেন্দ্র ও ডিলারের সংখ্যা বিক্রয় কেন্দ্রের বিপরীতে বরাদ্দের পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি করতে পারবে;
খ) জেলা সদর পৌরসভা/ শ্রমঘন জেলা/ শ্রমঘন উপজেলা/ শ্রমঘন ইউনিয়ন/ শ্রমঘন পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনে ওএমএস কার্যক্রম 'ওএমএস (সাধারণ)' ও বিশেষ প্রয়োজনে সময় সময় বিভিন্ন এলাকায় চালুকৃত ওএমএস কার্যক্রম 'ওএমএস (বিশেষ কার্যক্রম)' হিসেবে বিবেচিত হবে;
গ) উভয় ধরনের ওএমএস কার্যক্রম ট্রাকসেল, দোকান এর মাধ্যমে অথবা উভয় মাধ্যমে পরিচালিত হতে পারে। তবে বিশেষ জরুরি প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে স্বল্প সময়ের জন্য অস্থায়ী কেন্দ্রের মাধ্যমে ওএমএস কার্যক্রম পরিচালিত হতে পারে। প্রতিটি ট্রাককে একটি দোকান অথবা বিক্রয়কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এ সকল ট্রাকসেল এবং দোকান ছুটির দিন ব্যতীত প্রতি কর্ম দিবসে সকাল ৯ টা হতে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত চলমান থাকবে। তবে সরকার প্রয়োজন মনে করলে সাপ্তাহিক ছুটির দিন বা সরকারী ছুটির দিনেও ওএমএস কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে;
ঘ) ওএমএস কার্যক্রমে সাপ্তাহিক বিক্রয়ের দিন, বন্ধের দিন ও দৈনিক বিক্রয়ের পরিমাণ মন্ত্রণালয়ের পরামর্শক্রমে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর পুনর্নির্ধারণ করতে পারবে;
ঙ) খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিমাসে ওএমএস কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বরাদ্দ প্রদানের পরবর্তীতে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর সিটি কর্পোরেশন/জেলা/উপজেলা/পৌরসভার বিপরীতে উপ-বরাদ্দ প্রদান করবে। বিশেষ প্রয়োজনে উপ-বরাদ্দ প্রদান সম্ভব না হলে, মন্ত্রণালয়কে যথাসময়ে অবহিত করতে হবে।

৩। ওএমএস কর্মসূচির উপকারভোগী :

ক)বাংলাদেশের যে কোনো নাগরিক, বিশেষত নিম্ন আয়ভুক্ত জনগোষ্ঠী ওএমএস এর উপকারভোগী হিসেবে বিবেচিত হবে;
খ) প্রতিবন্ধি ব্যক্তি, দরিদ্র বয়স্ক নারী বা পুরুষ, ২ (দুই) বছর বা তদূর্ধ্ব নয় এমন বয়সের শিশুকে কোলে বহনকারী মা খাদ্যশস্য বিতরণের লক্ষ্যে দোকান বা ট্রাকের লাইনে অগ্রাধিকার পাবে;
গ) ওএমএস কর্মসূচিটি ভেরিফাইড ডিজিটাল ডাটাবেজ এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে। তবে, ডিজিটাল ডাটাবেজের মাধ্যমে পরিচালনা শুরু না হওয়া পর্যন্ত উপকারভোগীদের নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর ও স্বাক্ষর/টিপসই মাস্টাররোলে লিপিবদ্ধ করে খাদ্যশস্য বিক্রয় করতে হবে।

৪। ওএমএস কর্মসূচি পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটি :

৪.১ (i)। 'কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি':

১। অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব, সংগ্রহ ও সরবরাহ অনুবিভাগ, খাদ্য মন্ত্রণালয় .....সভাপতি

২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর .....সদস্য
৩। যুগ্মসচিব/উপসচিব, সরবরাহ অধিশাখা, খাদ্য মন্ত্রণালয় .....সদস্য
৪। পরিচালক, এসডিএম .....সদস্য
৫। উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব, সরবরাহ শাখা .....সদস্য সচিব

৪.১ (ii)। 'কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি' এর কার্যপরিধি:

ক) নতুন ডিলার নিয়োগের ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন/ বিভাগীয় শহর এলাকা/জেলা/উপজেলা কমিটির সুপারিশ পর্যালোচনা করে ডিলার নিয়োগের চূড়ান্ত সুপারিশ প্রদান করবে; প্রয়োজনে মন্ত্রণালয় বা অধিদপ্তরের কোনো কর্মকর্তাকে সশরীরে যাচাই করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করবে; প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট সংস্থার মতামত গ্রহণ করবে;
খ) 'কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি' কর্তৃক সুপারিশকৃত তালিকা হতে খাদ্য মন্ত্রণালয় ডিলার নিয়োগের চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করবে;
গ) কমিটির সুপারিশে কোনো ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধন করার অধিকার সংরক্ষণ করবে;
ঘ) সিটি কর্পোরেশন/ বিভাগীয় শহর এলাকা/জেলা/উপজেলার জন্য সময় সময় ডিলারের সংখ্যা নির্ধারণ ও পুনর্নির্ধারণ;
ঙ) ডিলার সংক্রান্ত যেকোনো বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তিকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন;
চ) কমিটি প্রয়োজনবোধে নতুন সদস্য কো অপ্ট করবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সভা আহবান করবে।

৪.১ (iii)। "কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি" ব্যতীত নিম্নোক্ত কমিটিসমূহ স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে বিক্রয় কেন্দ্র ও ডিলার নির্বাচনের সুপারিশ করবে-

(১) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন:

১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা ..... সভাপতি
২। মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ..... সদস্য
৩। খাদ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি ..... সদস্য
৪। সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা ..... সদস্য
৫। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা ..... সদস্য
৬। সভাপতি কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় গণ্যমান্য ০৩ ব্যক্তি (যার মধ্যে ০১ জন মহিলা সদস্য হিসেবে থাকবেন) .....সদস্য
৭। প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা ..... সদস্য-সচিব

(২) চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ মহানগর/বিভাগীয় কমিটি:

১। বিভাগীয় কমিশনার ..... সভাপতি
২। জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি ..... সদস্য
৩। উপপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর ..... সদস্য
৪। সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি (মেয়র/প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) ..... সদস্য
৫। সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (বিভাগীয় সদর)/চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল,সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ .....সদস্য
৬। সভাপতি কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় গণ্যমান্য ০৩ জন ব্যক্তি (যার মধ্যে ০১ জন মহিলা সদস্য হিসেবে থাকবেন) ..... সদস্য
৭। সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক ..... সদস্য-সচিব

(৩) বিভাগীয় শহর ব্যতীত অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এর জন্য প্রযোজ্য কমিটি (কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, বগুড়া):

১। জেলা প্রশাসক ..... সভাপতি
২। উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ..... সদস্য
৩। পুলিশ সুপার/পুলিশ সুপারের প্রতিনিধি ..... সদস্য

৪। সহকারী পরিচালক, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর .....সদস্য

৫। সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি (মেয়র/প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) ..... সদস্য

৬। সভাপতি কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় গণ্যমান্য ০৩ ব্যক্তি (যার মধ্যে ০১ জন মহিলা সদস্য হিসেবে থাকবেন) .....সদস্য

৭। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ..... সদস্য-সচিব

(৪) জেলা কমিটি:

১। জেলা প্রশাসক .....সভাপতি

২। উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর .....সদস্য

৩। সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার মেয়র/প্রশাসক মনোনীত একজন প্রতিনিধি ..... সদস্য

৪। পুলিশ সুপার/পুলিশ সুপারের প্রতিনিধি .....সদস্য

৫। সহকারী পরিচালক, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ..... সদস্য

৬। সভাপতি কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় গণ্যমান্য ০৩ ব্যক্তি (যার মধ্যে ০১ জন মহিলা সদস্য হিসেবে থাকবেন) .....সদস্য

৭। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক .....সদস্য-সচিব

(৫) উপজেলা কমিটি:

১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার .....সভাপতি

২। উপজেলা পরিষদের মনোনীত প্রতিনিধি .....সদস্য

৩। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা .....সদস্য

৪। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা .....সদস্য

৫। সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মেয়র/প্রশাসকের প্রতিনিধি/সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান .....সদস্য

৬। সভাপতি কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় গণ্যমান্য ০৩ ব্যক্তি (যার মধ্যে ০১ জন মহিলা সদস্য হিসেবে থাকবেন) .....সদস্য

৭। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক .....সদস্য-সচিব

*(সকল কমিটির ক্ষেত্রে সভাপতি ব্যতীত অন্যূন ৫০% সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ণ হবে)

(৫) শ্রমঘন এলাকার কার্যক্রম:

সরকার শ্রমঘন এলাকায় ওএমএস কর্মসূচি পরিচালনা করলে উপজেলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটি, জেলা সদরের ক্ষেত্রে জেলা কমিটি এবং মহানগরের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মহানগর কমিটি দায়িত্ব পালন করবে।

৪.১ (iv)। কমিটিসমূহের কার্যপরিধি: (অনুচ্ছেদ ৪.১ (iii) এ উল্লিখিত কমিটিসমূহ)

ক) সংশ্লিষ্ট কমিটি জনসংখ্যার ঘনত্ব, নিম্নআয়ের ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বসবাস, ভোক্তার চাহিদা, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং নিকটবর্তী অন্যান্য বিক্রয়কেন্দ্রের অবস্থান বিবেচনায় নিয়ে ওএমএস বিক্রয়কেন্দ্রের স্থান নির্ধারণ করে খাদ্য অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করবে; খাদ্য অধিদপ্তরের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে বিক্রয় কেন্দ্রের স্থান নির্ধারণ চূড়ান্ত করবে;

খ) সংশ্লিষ্ট কমিটি চেকলিস্ট ডিলারশিপের আবেদনপত্র, আবেদনকারীর যোগ্যতা, দাখিলকৃত তথ্য ও কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করবে। যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বিক্রয়কেন্দ্রের অবস্থান, গুদাম বা সংরক্ষণ সক্ষমতা, আবেদনকারীর সুনাম, ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের নম্বর বা মূল্যায়ন মানদণ্ড আবেদন আহ্বানের পূর্বেই নির্ধারণ ও প্রকাশ করবে। উক্ত মূল্যায়নের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত যোগ্য আবেদনকারীদের মধ্য হতে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিতদের তালিকা প্রস্তুত করে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে খাদ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;

গ) সকল কমিটি নির্ধারিত পদের বিপরীতে ১:৩ অনুপাতে, অর্থাৎ প্রতি পদের জন্য সর্বোচ্চ ০৩ জন যোগ্য প্রার্থীর সুপারিশ তালিকা প্রণয়ন করবে। পর্যাপ্ত যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে প্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্য থেকেই সুপারিশের তালিকা প্রণয়ন করতে হবে;

ঘ) খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিটি অনুমোদিত বিক্রয়কেন্দ্রের বিপরীতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডিলার নিয়োগের চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হলে, সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্য-সচিব নিয়োগ আদেশ প্রদান করবে;

ঙ) ওএমএস কর্মসূচির ডিলার নিয়োগের জন্য দরখাস্ত আহবান করে বহুল প্রচারিত একাধিক জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

চ) খাদ্যশস্য বিতরণের লক্ষ্যে ডিলারগণকে এলাকা/ওয়ার্ড/ইউনিয়নভিত্তিক বিভাজন করবে;

ছ) উপজেলা ওএমএস কমিটি কর্তৃক ডিলার নিয়োগের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি জেলা কমিটির নিকট, জেলা কমিটির সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বিভাগীয় কমিটির নিকট এবং বিভাগীয় কমিটির সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি মন্ত্রণালয়ে বা 'কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি' এর নিকট আবেদন করতে পারবে। সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্যতা অনুযায়ী জেলা কমিটি/বিভাগীয় কমিটি/মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচনা করতে হবে;

জ) কোনো বিক্রয়কেন্দ্রের ডিলারের মৃত্যু, পদত্যাগ, ডিলারশিপের মেয়াদ শেষ, নবায়ন না হওয়া, সাময়িক স্থগিত বা বাতিল অথবা অন্য কোনো কারণে কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভব না হলে সংশ্লিষ্ট কমিটি দ্রুত নতুন ডিলার নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করবে। নতুন ডিলার নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত খাদ্য অধিদপ্তরের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অথবা নিকটবর্তী কোনো ওএমএস/খাদ্যবান্ধব ডিলারের মাধ্যমে সাময়িকভাবে সংশ্লিষ্ট বিক্রয়কেন্দ্রের কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে; তবে মূল বিক্রয়কেন্দ্রের অনুমোদিত এলাকা ও বরাদ্দের সীমা অনুসরণ করতে হবে;

ঝ) সংশ্লিষ্ট কমিটি নিজ অধিক্ষেত্রের মধ্যে ওএমএস কার্যক্রম সার্বিক মনিটরিং করবে; ওএমএস খাদ্যশস্যের অপপ্রয়োগ/অপব্যবহার রোধকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

ঞ) কোনো ডিলারের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট কমিটি অভিযোগের প্রকৃতি ও গুরুত্ব বিবেচনায় প্রাথমিক যাচাই বা তদন্তের ব্যবস্থা করবে। গুরুতর অনিয়মের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেলে কমিটি লাইসেন্স সাময়িক স্থগিতের জন্য মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর বা তাঁর দ্বারা লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট তাৎক্ষণিকভাবে সুপারিশ করতে পারবে। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে কমিটি অভিযোগের বিবরণ, প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণ এবং সুপারিশসহ ডিলারশিপ বাতিল বা অন্য কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করবে; ডিলারশিপ বাতিলের সুপারিশের ক্ষেত্রে, জরুরি পরিস্থিতি ব্যতীত, সংশ্লিষ্ট ডিলারকে অভিযোগ লিখিতভাবে জানিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কারণ দর্শানো এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে। ডিলারের জবাব, তদন্ত প্রতিবেদন, প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণ এবং কমিটির সুপারিশসহ নথি মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করতে হবে;

ট) মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর স্বীয় উদ্যোগে অথবা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে কোনো ওএমএস ডিলারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্ত করতে বা তদন্তের ব্যবস্থা করতে পারবে। লিখিত অভিযোগ না থাকলেও বিশ্বাসযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে কোনো ডিলারের কার্যক্রম সন্দেহজনক প্রতীয়মান হলে তদন্তের ব্যবস্থা করা যাবে। ডিলারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হলে তার লাইসেন্স সাময়িক স্থগিত, বাতিল বা অন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

ঠ) সংশ্লিষ্ট কমিটি পূর্ববর্তী সভা, পরিদর্শন বা মনিটরিংয়ে শনাক্ত অনিয়ম, অসঙ্গতি বা ব্যত্যয় নিরসনে গৃহীত ব্যবস্থার অগ্রগতি পর্যালোচনা করবে এবং প্রদত্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে কি না তা নিশ্চিত করবে;

ড) কমিটির সভার সিদ্ধান্ত, ডিলার নির্বাচনসংক্রান্ত কার্যক্রম, অভিযোগ ও তদন্ত, গৃহীত বা সুপারিশকৃত ব্যবস্থা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের যথাযথ রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

ঢ) কোনো উপকারভোগী একই বিক্রয় দিনে একাধিকবার/একাধিক স্থান থেকে চাল/আটা উত্তোলন করেছে মর্মে প্রমাণিত হলে উক্ত উপকারভোগীর তথ্য সংশ্লিষ্ট সকল কেন্দ্রকে জানিয়ে দেয়া এবং পরবর্তী ০১ মাস তাকে ভর্তুকি মূল্যে চাল/আটা ক্রয়ে বারিত করতে হবে;

ণ) কোনো উপকারভোগী কর্তৃক ভর্তুকি মূল্যে ক্রয়কৃত চাল/আটা ডিলারের নিকট/অথবা অন্যত্র বিক্রয় করেছে মর্মে প্রমাণ পাওয়া গেলে তাকে পরবর্তীতে ভর্তুকি মূল্যে চাল/আটা ক্রয়ে ০২ মাসের জন্য বারিত করে অত্র এলাকার সংশ্লিষ্ট সকল কেন্দ্রকে জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪.২। ওএমএস কর্মসূচি পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান:

ক) ওএমএস কর্মসূচির আওতায় কেন্দ্র প্রতি দৈনিক বা মাসিক খাদ্যশস্য বরাদ্দ ও উত্তোলনের প্রক্রিয়া খাদ্য মন্ত্রণালয় নির্ধারণ করবে;

খ) প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং এর তত্ত্বাবধানে ঢাকা মহানগরীতে (ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন), আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণের তত্ত্বাবধানে অন্যান্য বিভাগীয় সদরে, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণের তত্ত্বাবধানে জেলা সদরে এবং উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণের তত্ত্বাবধানে উপজেলা সদরে ও জেলা/উপজেলা সদর বহির্ভূত পৌরসভায় ওএমএস কার্যক্রম পরিচালিত হবে;

গ) স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তার সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মনিটরিং টিম গঠন করে এ কার্যক্রম পরিদর্শন/পর্যবেক্ষণ করতে হবে;

ঘ) দোকান, ট্রাক ও অস্থায়ী বিক্রয় কেন্দ্রের স্থান সংশ্লিষ্ট ওএমএস কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হবে। বিক্রয় কেন্দ্রের অবস্থান ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার করতে হবে;

ঙ) খাদ্য মন্ত্রণালয়/খাদ্য অধিদপ্তর/স্থানীয় প্রশাসন বা সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওএমএস ডিলারদের কার্যক্রম তদারকি করতে পারবে;

চ) ডিলারের কার্যক্রম তদারকি করার জন্য সংশ্লিষ্ট কমিটি প্রয়োজনীয় সংখ্যক ট্যাগ অফিসার/তদারকি কর্মকর্তা নিয়োগ করবে। সংশ্লিষ্ট ট্যাগ অফিসারের উপস্থিতিতে চাল ও আটা বিক্রয় শুরু করতে হবে;

ছ) নিয়োজিত ডিলারগণকে ওএমএস কার্যক্রমের জন্য সকাল ৯টা হতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত দোকান/ট্রাকসেল খোলা রাখতে হবে। তবে সংশ্লিষ্ট কমিটি বিশেষ জরুরি ক্ষেত্রে যৌক্তিকতা লিখিতভাবে উল্লেখপূর্বক এবং খাদ্য অধিদপ্তরকে অবহিত রেখে সাময়িকভাবে বিক্রয়ের সময় পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে;

জ) ট্যাগ অফিসার বিক্রয় শুরুর পূর্বে গুদাম হতে উত্তোলিত এবং বিক্রয়কেন্দ্রে প্রাপ্ত খাদ্যশস্যের বস্তা ও পরিমাণ সংশ্লিষ্ট ডেলিভারি অর্ডার (ডিও), উত্তোলনপত্র ও চালানের সঙ্গে যাচাই করে যাচাইয়ের ফল সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ ও স্বাক্ষর করবে। উক্ত যাচাই ও স্বাক্ষর সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে বিক্রয় কার্যক্রম শুরু করা যাবে না। যাচাইকালে কোনো অসঙ্গতি, ঘাটতি বা ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে তা রেজিস্টারে উল্লেখপূর্বক তাৎক্ষণিকভাবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে; তবে যাচাইকৃত ও বিক্রয়যোগ্য খাদ্যশস্যের বিক্রয় কেবল উক্ত অসঙ্গতি, ঘাটতি বা ব্যত্যয়ের কারণে বন্ধ রাখা যাবে না। কোনো খাদ্যশস্যের উৎস, পরিমাণ, গুণগত অবস্থা বা হিসাব সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ থাকলে সংশ্লিষ্ট খাদ্যশস্য পৃথকভাবে সংরক্ষণ করে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী নিষ্পত্তি করতে হবে;

ঝ) ট্যাগ অফিসার নির্ধারিত সময়ে কোনো অনিয়ম/ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে ট্যাগ অফিসার তা সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করবে এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে তাৎক্ষণিক অবহিত করতে হবে;

ঞ) মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর ওএমএস কার্যক্রমের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও তদারকি করবে;

ট) ওএমএস কার্যক্রম সমাপ্ত হবার পরও কোনো ডিলারের নিকট উত্তোলিত, কিন্তু অবিক্রিত চাল ও আটা থাকলে তা এ নীতিমালার আওতায় বিক্রির মাধ্যমে নিঃশেষ করতে হবে;

ঠ) মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর প্রয়োজনবোধে কোনো মহানগর/সিটি কর্পোরেশন/জেলা শহর বা অন্য কোনো শহরে দোকানের পরিবর্তে ট্রাকের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিক্রির জন্য আদেশ দিতে পারবে;

ড) ভোক্তার ভিড়ের কারণে নির্ধারিত দোকান বা ট্রাকসেলের স্থান অপর্যাপ্ত প্রতীয়মান হলে অথবা অন্য কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণে প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিকটবর্তী প্রশস্ত ও উপযুক্ত স্থানে সাময়িকভাবে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা যাবে; তবে এর ফলে অনুমোদিত বিক্রয়কেন্দ্রের এলাকা পরিবর্তিত হয়েছে বলে গণ্য হবে না;

ঢ) প্রয়োজন বিবেচনায় সরকার সময়ে সময়ে ওএমএস বিক্রয় কেন্দ্র সংখ্যা হ্রাস/বৃদ্ধি ও এলাকার বন্টন আংশিক বা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করতে পারবে। এছাড়া বিক্রয়ের জন্য চাল/আটার পরিমাণ কম/বেশি নির্ধারণ করতে পারবে।

৪.৩। ওএমএস কর্মসূচি মনিটরিং, পরিদর্শন ও প্রতিবেদন:

ক) প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং নিজ অধিক্ষেত্রে ওএমএস কার্যক্রমের ডিলারের সংখ্যা, ডিলারপ্রতি চাল ও আটা উত্তোলনের পরিমাণ, বিক্রিত ও অবশিষ্ট খাদ্যশস্যের পরিমাণসহ প্রয়োজনীয় তথ্য ও হিসাব সংরক্ষণ করবে এবং পরবর্তী কার্যদিবসের সকাল ১০টার মধ্যে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত পদ্ধতিতে খাদ্য অধিদপ্তরের এমআইএসএন্ডএম বিভাগ ও আইসিটি সেলে উক্ত তথ্য প্রেরণ নিশ্চিত করবে;

খ) আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের ওএমএস কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য ও হিসাব সংরক্ষণ করবে এবং পরবর্তী কার্যদিবসের সকাল ১০টার মধ্যে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত পদ্ধতিতে খাদ্য অধিদপ্তরের এমআইএসএন্ডএম বিভাগ ও আইসিটি সেলে উক্ত তথ্য প্রেরণ নিশ্চিত করবে;

গ) জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণ নিজ অধিক্ষেত্রের এবং অধীনস্থ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকগণের নিকট হতে প্রাপ্ত ওএমএস কার্যক্রমসংক্রান্ত তথ্য সমন্বয় ও সংরক্ষণ করবে এবং পরবর্তী কার্যদিবসের সকাল ১০টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রককে অবহিত রেখে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত পদ্ধতিতে খাদ্য অধিদপ্তরের এমআইএসএন্ডএম বিভাগ ও আইসিটি সেলে উক্ত তথ্য প্রেরণ নিশ্চিত করবে;

ঘ) খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তর পৃথকভাবে অথবা উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মনিটরিং টিম গঠন করতে পারবে। মনিটরিং টিম ওএমএস কার্যক্রমের বাস্তবায়ন, বিক্রয় ব্যবস্থাপনা, খাদ্যশস্য উত্তোলন, মজুত ও বিক্রয়, হিসাব সংরক্ষণ এবং এ নীতিমালা ও সংশ্লিষ্ট নির্দেশনা প্রতিপালনের বিষয় পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করবে;

ঙ) মনিটরিং বা পরিদর্শনকালে বিক্রয়কেন্দ্র নির্ধারিত সময়ে খোলা রয়েছে কি না, ট্যাগ অফিসার দায়িত্ব পালন করছে কি না, নির্ধারিত বিক্রয়মূল্য ও জনপ্রতি বিক্রয়যোগ্য পরিমাণ প্রদর্শিত হচ্ছে কি না এবং নির্ধারিত মূল্য ও পরিমাণে খাদ্যশস্য বিক্রয় করা হচ্ছে কি না তা যাচাই করতে হবে;

চ) গুদাম হতে উত্তোলিত, বিক্রয়কেন্দ্রে প্রাপ্ত, বিক্রিত ও অবশিষ্ট খাদ্যশস্যের পরিমাণের মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে কি না তা ডেলিভারি অর্ডার (ডিও), উত্তোলনপত্র, চালান, বিক্রয় রেজিস্টার, মজুত রেজিস্টার, মাস্টাররোল এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক রেকর্ডের সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করতে হবে;

ছ) বিক্রয়কেন্দ্রে ব্যবহৃত ওজন পরিমাপের যন্ত্র সঠিক ও কার্যকর রয়েছে কি না এবং কম ওজন প্রদান, ওজন বা পরিমাণে কারচুপি কিংবা বিক্রয়সংক্রান্ত অন্য কোনো অনিয়ম সংঘটিত হচ্ছে কি না তা যাচাই করতে হবে; বিক্রয়কেন্দ্রের নির্ধারিত তথ্য দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শিত হচ্ছে কি না তা যাচাই করতে হবে;

জ) মাস্টাররোল বা কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত ডিজিটাল ব্যবস্থায় উপকারভোগীর তথ্য, বিক্রয়ের তারিখ, খাদ্যশস্যের ধরণ ও বিক্রিত পরিমাণ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত হচ্ছে কি না তা যাচাই করতে হবে। প্রয়োজনে দৈবচয়নের ভিত্তিতে উপকারভোগীর তথ্যের সঠিকতা যাচাই করা যাবে;

ঝ) ওএমএস-এর খাদ্যশস্য নির্ধারিত বিক্রয়কেন্দ্র ব্যতীত অন্যত্র বিক্রয়, অবৈধভাবে স্থানান্তর, মজুত, কালোবাজারে বিক্রয় অথবা অনুমোদিত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে কি না তা যাচাই করতে হবে;

ঞ) ওএমএস কার্যক্রম সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ, সংরক্ষণ, যাচাই ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে। পূর্ববর্তী মনিটরিং বা পরিদর্শনে শনাক্ত অনিয়ম, অসঙ্গতি বা ব্যত্যয় নিরসনে প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়িত হয়েছে কি না তা পরবর্তী মনিটরিং বা পরিদর্শনে যাচাই করতে হবে;

ট) মনিটরিং টিম প্রতিটি পরিদর্শনের ফলাফল কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত ফরমে লিপিবদ্ধ করবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার, নথি, স্থিরচিত্র বা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য-প্রমাণ সংরক্ষণ করতে পারবে। গুরুতর অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে তা তাৎক্ষণিকভাবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে;

ঠ) খাদ্যশস্য পরিবহনে রুট বিবেচনাকালীন জরুরী প্রয়োজন ছাড়া সরকারের ব্যয় যে রুটে কম, সে রুট বিবেচনা করতে হবে;

ড) দি কন্ট্রোল অফ এসেনসিয়াল কমোডিটিস এ্যাক্ট, ১৯৫৬ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন ও বিধির আওতায় প্রয়োজনবোধে ওএমএস ডিলারের বিক্রয় কেন্দ্রে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা যাবে;

ঢ) প্রতি মাসে আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক নিজ অধিক্ষেত্রের কমপক্ষে ২ (দুই)টি বিক্রয়কেন্দ্র, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কমপক্ষে ৪ (চার)টি বিক্রয়কেন্দ্র এবং উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক নিজ অধিক্ষেত্রের সকল বিক্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন। পরিদর্শনকালে উত্তোলন, বিক্রয় ও অবশিষ্ট মজুতের হিসাব, সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার, মাস্টাররোল এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক রেকর্ড যাচাই করতে হবে। পাশাপাশি দৈবচয়নের ভিত্তিতে মাস্টাররোলে অন্তর্ভুক্ত উপকারভোগীদের মধ্যে কমপক্ষে ১০ (দশ) শতাংশ তথ্যের সঠিকতা যাচাই করতে হবে; পরিদর্শন প্রতিবেদন মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর বরাবর প্রেরণ করতে হবে;

ণ) খাদ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব/উপসচিবগণ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগের কমপক্ষে ০৬টি বিক্রয় কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন, এর মধ্যে কমপক্ষে ০২টি কেন্দ্রে উপকারভোগীদের তালিকা ও খাদ্যশস্য উত্তোলন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে খাদ্যশস্যের মান ইত্যাদি পরীক্ষা করবেন। পরিদর্শন প্রতিবেদন সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করতে হবে;

ত) মনিটরিং বা পরিদর্শনে কোনো অনিয়ম, অসঙ্গতি বা গুরুতর ব্যত্যয় শনাক্ত হলে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক, আর্থিক বা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিবেদন ও সুপারিশ সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে;

থ) মনিটরিং ও পরিদর্শনের তথ্য, পর্যবেক্ষণ, শনাক্ত অনিয়ম, প্রদত্ত নির্দেশনা এবং গৃহীত ব্যবস্থার তথ্য কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ ও প্রমাণকসহ প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে এবং

দ) বিধি অনুযায়ী পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ দপ্তর হতে টিএ/ডিএ প্রাপ্য হবেন।

৪.৪। উপকারভোগী কর্তৃক প্রাপ্য চালের পরিমাণ, মূল্য ও বিতরণ:

ক) দিনের স্টক থাকা সাপেক্ষে, দোকান বা ট্রাকের সামনে অপেক্ষমান প্রতিজন উপকারভোগীকে এক বিক্রয় দিবসে সর্বোচ্চ ০৫ কেজি চাল ও ০৫ কেজি খোলা আটা বা ৪ কেজি প্যাকেট আটা অথবা উপকারভোগীর চাহিদামতে (০৫ কেজির বেশি নয়) চাল/আটা সরকার নির্ধারিত মূল্যে সরবরাহ করা হবে; তবে চাল ও আটার পরিমাণ সরকার যে কোনো সময় বৃদ্ধি বা হ্রাস করতে পারবে;

(খ) মাস্টাররোল বা অনুমোদিত ডিজিটাল ব্যবস্থায় উপকারভোগীর নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর (যদি থাকে), বিক্রয়ের তারিখ, খাদ্যশস্যের ধরণ, বিক্রিত পরিমাণ এবং কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত অন্যান্য তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হবে। ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু না হওয়া পর্যন্ত উপকারভোগীর স্বাক্ষর বা টিপসই গ্রহণ করতে হবে;

গ) চালের এক্স-গুদাম ও বিক্রয় মূল্য এবং পরিচালন ব্যয় সরকার সময় সময় নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ করবে;

ঘ) সপ্তাহের রবি থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত নির্ধারিত বিক্রয় কেন্দ্রে ডিলারের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিক্রয় করা হবে।

৪.৫। ওএমএস কর্মসূচিতে এলাকাভিত্তিক ডিলারের সংখ্যা :

ক) এ নীতিমালার আওতায় সরকার যেরুপ প্রয়োজন মনে করবে, সেরুপভাবে সিটি কর্পোরেশন, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা সদর, উপজেলা সদর বহির্ভূত পৌরসভা/ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডিলার নিয়োগ করা যাবে;

খ) এলাকাভিত্তিক নির্দিষ্ট সংখ্যক ডিলার নিয়োগের লক্ষ্যে দশমিক, ভগ্নাংশ ও লটারি পদ্ধতির পরিবর্তে বিভিন্ন এলাকার জনসংখ্যা, খাদ্যশস্যের চাহিদা, ভোক্তার সংখ্যা ও বিতরণকেন্দ্রের পরিধি বিবেচনায় ওএমএস কর্মসূচির খাদ্যশস্য বিতরণ অধিকতর কার্যকর ও জনবান্ধব করার লক্ষ্যে অনুমোদিত ওএমএস কেন্দ্রের বিপরীতে ডিলার সংখ্যা নির্ধারণ করা সমীচীন। একই কেন্দ্রে অতিরিক্ত ভিড় ও দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ানোর দুর্ভোগ হ্রাস, নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীর সময় ও শ্রম সাশ্রয়, নিকটবর্তী স্থান থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহের সুযোগ বৃদ্ধি এবং খাদ্যশস্য বিতরণে অধিকতর শৃঙ্খলা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অনুমোদিত ওএমএস কেন্দ্রের বিপরীতে নিম্নরূপভাবে ডিলার নিয়োগ করতে হবে:

i) ঢাকা মহানগর (ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন) এলাকায় অনুমোদিত প্রতিটি ওএমএস কেন্দ্রের বিপরীতে ০৩ (তিন) জন;

ii) অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন, মহানগর, জেলা সদর পৌরসভা, শ্রমঘন এলাকা/উপজেলা ও শ্রমঘন পৌরসভায় অনুমোদিত প্রতিটি ওএমএস কেন্দ্রের বিপরীতে ০২ (দুই) জন;

iii) উপজেলা সদর, উপজেলা সদর বহির্ভূত পৌরসভা ও অন্যান্য সাধারণ উপজেলায় অনুমোদিত প্রতিটি ওএমএস কেন্দ্রের বিপরীতে সাধারণত ০১ (এক) জন।

৪.৬ (i)। ওএমএস ডিলারশিপের জন্য আবেদনের যোগ্যতা:

ক) বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়পত্রধারী ১৮ (আঠারো) বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী যে কোনো নাগরিক ওএমএস ডিলারশিপের জন্য আবেদন করতে পারবে;

খ) আবেদনকারীর সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত বৈধ ট্রেড লাইসেন্স থাকতে হবে;

গ) আবেদনকারীর ইউনিয়ন/পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদ থাকতে হবে;

ঘ) আবেদনকারীর নিজ মালিকানায় অথবা ভাড়ায় বিক্রয় কেন্দ্রসহ কমপক্ষে ০৪(চার) মে. টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন গুদাম এবং গুদাম/দোকানের মেঝে পাকা হতে হবে এবং খাদ্যশস্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সংরক্ষণের সুব্যবস্থা থাকতে হবে;

ঙ) আবেদনকারীর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত বিক্রয়কেন্দ্রে খাদ্যশস্য উত্তোলন, সংরক্ষণ, পরিবহন ও বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজনীয় সক্ষমতা থাকতে হবে;

চ) আবেদনকারীকে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হতে হবে এবং আর্থিক স্বচ্ছলতার প্রমাণ হিসেবে তাঁর কমপক্ষে ০৩ (তিন) লাখ টাকার ব্যাংক স্বচ্ছলতার সনদ থাকতে হবে;

ছ) আবেদনকারীকে অষ্টম শ্রেণী/সমমান পাশ হতে হবে এবং খাদ্যশস্যের হিসাব সংরক্ষণে সক্ষম হতে হবে;

৪.৬ (ii)। ওএমএস ডিলারশিপের জন্য আবেদনের অযোগ্যতা:

নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি ডিলার হিসেবে নিয়োগের জন্য যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে না-

i. প্রজাতন্ত্রের লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারী/ সরকারি কর্মচারি ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি;

ii. আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি;

iii. টিসিবি কিংবা অন্য কোনো সরকারি বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কালো তালিকা ভূক্ত ঠিকাদার বা ডিলার কিংবা সরবরাহকারী বা খাদ্য বিভাগ কর্তৃক কালো তালিকাভুক্ত, বাতিলকৃত, সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত কোনো ব্যক্তি;

iv) খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন পরিবহন ঠিকাদার, শ্রম ঠিকাদার, মিলার বা খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার হিসেবে কর্মরত কোনো ব্যক্তি এবং যার ওএমএস ডিলারশিপের সঙ্গে প্রত্যক্ষ স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টি হতে পারে এমন তার ওপর নির্ভরশীল ব্যক্তি ওএমএস ডিলার হতে পারবে না;

v) ডিলার নিয়োগের ক্ষেত্রে একই পরিবারের একজনের ওএমএস ডিলারশিপ থাকলে পরিবারের অপর কেউ আবেদন করতে পারবে না। পরিবারের সদস্য বলতে পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, পুত্রের স্ত্রী, পুত্রের পুত্র ও তাদের স্ত্রী, অবিবাহিত কন্যা ও নির্ভরশীল ভাই ও বোন যারা এক খানায় খাদ্য গ্রহণ করে তাদের বুঝানো হবে;

vi) একই ব্যক্তি খাদ্য বিভাগের একাধিক কর্মসূচির ডিলার হতে পারবেন না।

৪.৭। ওএমএস ডিলার নিয়োগ পদ্ধতি:

ক) ডিলার নিয়োগের জন্য দরখাস্ত আহবান করে বহুল প্রচারিত একাধিক জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে হবে। এছাড়াও, সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্য সচিবের কার্যালয়ের ওয়েবসাইট এবং খাদ্য অধিদপ্তরের ও মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে;

খ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ওএমএস ডিলারশিপ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এর কার্যালয়ে পাওয়া যাবে । আবেদন ফরম সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকেও ডাউনলোড করা যাবে। তবে, খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক এ সংক্রান্ত অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরি হলে উক্ত প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে;

গ) আবেদনকারী যে বিক্রয় কেন্দ্রের জন্য ডিলার হতে আগ্রহী আবেদনপত্রে সেই বিক্রয় কেন্দ্রের স্থান উল্লেখ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং/ আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় হতে আবেদনপত্রের সাথে বিক্রয় কেন্দ্রের তালিকা সরবরাহ করতে হবে;

ঘ) আবেদনের সাথে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে-

(i) সদ্য তোলা তিন কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি;

(ii) জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) এর ফটোকপি;

(iii) ট্রেড লাইসেন্সের কপি;

(iv) ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক স্বচ্ছলতার সনদপত্র ;

(v) গুদাম/দোকান ভাড়ার দলিল/মালিকানার প্রমাণক;

(vi) আবেদন ফি বাবদ ১০০০ টাকার অফেরতযোগ্য পোস্টাল অর্ডার/পে অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট (আবেদন ফি সহ আবেদন কোনোক্রমেই ডিলারশিপ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করে না)।

৪.৮। ওএমএস ডিলারশিপ আবেদনপত্র জমাদানের শর্ত:

ক) আবেদন পত্রের সাথে (পরিশিষ্ট-খ) বা অনলাইনে আবেদনের সাথে আবেদন ফি বাবদ অফেরতযোগ্য ১০০০ (এক হাজার) টাকার পোস্টাল অর্ডার/পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কমিটি বরাবর জমা দিতে হবে;

খ) একই সাথে সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি বরাবরে আর্নেস্টমানি বাবদ ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকার পোস্টাল অর্ডার/ পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট (ফেরতযোগ্য) সংযোজন করতে হবে। আবেদনপত্র যাচাইকালে কোনোরূপ তথ্যগত বা

দালিলিক অসত্যতা অথবা সংযোজিত কাগজপত্র ভুয়া বা জাল বলে প্রমাণিত হলে উক্ত আবেদনপত্র বাতিল ঘোষণা করা হবে এবং আর্নেস্টমানি বাবদ জমাকৃত ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকার পোস্টাল অর্ডার/পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট বাজেয়াপ্ত করা হবে। ফলাফল প্রকাশের পর কমিটির সভাপতি অসফল আবেদনকারীদের আর্নেস্টমানি বাবদ জমাকৃত ৫,০০০/- টাকা ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সফল/নির্বাচিত আবেদনকারীর আর্নেস্টমানি চুক্তি স্বাক্ষরের পর ফেরত প্রদান করা হবে;

গ) দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির শর্ত অনুযায়ী সরাসরি উপস্থিত হয়ে অথবা ডাকযোগে অথবা অনলাইনে সভাপতি/কমিটি বরাবর আবেদন দাখিল করতে হবে।

৪.৯। ওএমএস ডিলারশিপ আবেদনপত্র বাছাই প্রক্রিয়াকরণ, ডিলার নিয়োগ, জামানত ও চুক্তি সম্পাদন:

ক) আবেদনপত্র দাখিলের জন্য নির্ধারিত সর্বশেষ তারিখ এর পরবর্তী ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে কমিটি ডিলারের যোগ্যতা ও ডিলার নিয়োগ পদ্ধতি'র আলোকে প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ প্রাথমিক বাছাই সম্পন্ন করবে;

খ) প্রাথমিক বাছাই শেষে দাখিলকৃত কাগজপত্র যথাযথ পাওয়া গেলে আবেদনপত্রসমূহ সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্য সচিবসহ ০৩ জন সদস্য সরেজমিন তদন্তপূর্বক যাচাই করে মতামত প্রদান করবে। মতামত প্রাপ্তির পরবর্তী ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কমিটি যাচাই-বাছাই করে যোগ্য প্রার্থীদের সুপারিশ করে তালিকা প্রস্তুত করে তা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের 'কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি' নিকট প্রেরণ নিশ্চিত করবে;

গ) 'কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি' প্রাপ্ত সুপারিশ পর্যালোচনা করে , প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিবেদন সংগ্রহ করে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করবে। 'কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি' প্রয়োজনে নিম্নোক্ত উপায়ে অগ্রাধিকার ক্রম নির্ধারণ করবে:

(১) যদি ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের কোনো ডিলার পয়েন্টের বিপরীতে কেবল একজন মাত্র আবেদনকারী আবেদন করে ও অন্যান্য যোগ্যতা পূরণে সফল হন, তবে তাকে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করবে;

(২) যদি ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের একাধিক যোগ্য আবেদনকারী কোনো ডিলার পয়েন্টের বিপরীতে আবেদন করে, সেক্ষেত্রে- যার নিজস্ব গুদাম আছে তিনি অগ্রাধিকার পাবেন। যদি একাধিক আবেদনকারীর নিজস্ব গুদাম থাকে, তবে যার গুদামের আয়তন বেশি তিনি অগ্রাধিকার পাবেন;

(৩) যদি আবেদনকারী সকলেরই ভাড়া করা গুদাম থাকে অথবা নিজস্ব গুদামের আয়তন একই হয়, তবে যার ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা ও বিদ্যমান ব্যবসায়ের পরিধি বেশি তিনি অগ্রাধিকার পাবেন;

ঘ) সিটি কর্পোরেশন/মহানগর/বিভাগীয় শহর/'ক' শ্রেণির পৌরসভা/ জেলা সদরের জন্য নির্বাচিত ডিলারের নিকট থেকে জামানত বাবদ ফেরতযোগ্য ০২ (দুই) লক্ষ টাকা পে-অর্ডার আকারে গ্রহণ করতে হবে। উপজেলা/ইউনিয়ন/অন্যান্য পৌরসভা বা অন্যান্য ক্ষেত্রে নির্বাচিত ডিলারের নিকট থেকে ১ (এক) লক্ষ টাকার ফেরতযোগ্য জামানত পে-অর্ডার আকারে গ্রহণ করতে হবে। প্রত্যেক সফল আবেদনকারী স্থায়ী জামানত জমা প্রদানের বিষয় অবহিত হওয়ার পর ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে তফসিলী ব্যাংক হতে ক্রয়কৃত পে-অর্ডারে/ব্যাংক ড্রাফট এর মাধ্যমে খাদ্য অধিদপ্তরের অনুকূলে জামানত বাবদ ধার্যকৃত টাকা জমা দিবেন। জামানত প্রাপ্তির পর ডিলারশিপ চুক্তি সম্পাদন করা হবে। ডিলারশিপ চুক্তি সম্পাদনের পর ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত সকল ক্ষেত্রে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক 'পরিশিষ্ট-গ' মোতাবেক ডিলারশিপ লাইসেন্স ইস্যু করবেন; ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং 'পরিশিষ্ট-গ' মোতাবেক ডিলারশিপ লাইসেন্স ইস্যু করবেন। তবে নির্দিষ্ট ১০ (দশ) কর্ম দিবসের মধ্যে জামানত বাবদ ধার্যকৃত টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে এবং আর্নেস্টমানি বাবদ প্রদত্ত ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকার পে-অর্ডার /ডিমান্ড ড্রাফট বাজেয়াপ্ত করা হবে;

ঙ) ওএমএস ডিলার হিসেবে নিয়োগ আদেশ প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট ডিলার 'ওএমএস নীতিমালা' এর নির্ধারিত শর্তাবলী পালন করতে বাধ্য থাকবেন মর্মে ৩০০/-(তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে একটি অঙ্গীকারনামা প্রদান করবেন;

চ) অঙ্গীকারনামা প্রদানের পর সিটি কর্পোরেশন/মহানগর/বিভাগীয় শহর/'ক' শ্রেণির পৌরসভা/জেলা সদরের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত ডিলারগণ ওএমএস 'ডিলারশিপ লাইসেন্স ফি' বাবদ অফেরতযোগ্য এককালীন ৪,০০০/-টাকা এবং উপজেলা/ইউনিয়ন/অন্যান্য পৌরসভা বা অন্যান্য ক্ষেত্রে নিয়োগপ্রাপ্ত ডিলারগণ ওএমএস ডিলারশিপ লাইসেন্স ফি' বাবদ অফেরতযোগ্য এককালীন ৩,০০০/-টাকা খাদ্য অধিদপ্তরের অনুকূলে পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করলে তার ডিলারশিপ কার্যকরী হবে এবং তার অনুকূলে পরিশিষ্ট 'গ' তে বর্ণিত 'ওএমএস ডিলারশিপ লাইসেন্স' ইস্যু করে খাদ্যশস্য বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪.১০। ডিলারশিপের মেয়াদ ও নবায়ন সংক্রান্ত:

ক) ওএমএস কর্মসূচির ডিলারশিপ এর মেয়াদ হবে ০২ (দুই) বছর, এক বছর পর সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ডিলারশিপ নবায়ন হবে। ডিলারশিপ লাইসেন্স ইস্যুকারী কর্মকর্তাই ডিলারশিপ নবায়ন করবে;

খ) ডিলারের মেয়াদ ০২ বছর পূর্তির অব্যবহিত পূর্বের মাসে নতুন করে ডিলার নিয়োগ কার্যক্রম শুরু করতে হবে;

গ) পূর্বের নিয়োগকৃত ডিলারগণের কার্যক্রম সন্তোষজনক হলে এবং নতুন ডিলার হিসেবে নিয়োগের উপযুক্ত হলে তারাও নতুনভাবে আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে;

ঘ) ডিলারশিপ লাইসেন্সের মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার কমপক্ষে ০১ (এক) মাস পূর্বে নবায়ন করতে হবে। লাইসেন্সের মেয়াদ হবে ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত। ১ জুন হতে লাইসেন্স নবায়ন শুরু হবে এবং ৩০ জুন নবায়ন কার্যক্রম শেষ হবে। ৩০ জুনের মধ্যে নবায়ন না হলে লাইসেন্স অকার্যকর হবে। সিটি কর্পোরেশন/মহানগর/বিভাগীয় শহর/ 'ক' শ্রেণির পৌরসভা/জেলা সদরের জন্য নবায়ন ফি প্রতি বছরের জন্য ২,০০০/-টাকা (অফেরতযোগ্য) এবং উপজেলা/ইউনিয়ন/অন্যান্য পৌরসভা বা অন্যান্য ক্ষেত্রে নিয়োগপ্রাপ্ত ডিলারগণের নবায়ন ফি প্রতি বছরের জন্য ১,৫০০/-টাকা (অফেরতযোগ্য)। মেয়াদোত্তীর্ণের পর নবায়নের ক্ষেত্রে ০৩ মাস পর্যন্ত বিলম্ব হলে বিলম্ব ফি বাবদ ১,০০০/-টাকা (অফেরতযোগ্য) এবং ০৩ মাসের বেশি হলে প্রতি মাসের জন্য অতিরিক্ত ৫০০ টাকা জরিমানা প্রদান করতে হবে। ০৬ মাসের মধ্যে কেউ ডিলারশিপ নবায়ন না করলে তার ডিলারশিপ বাতিল করা হবে;

ঙ) অনিবার্য কারণে কোনো ডিলার জামানত প্রদানে ব্যর্থ হলে বা চুক্তি সম্পাদন না করলে, জেলা কমিটির অনুমোদনের ভিত্তিতে সেই শূন্য স্থানে ডিলার নিয়োগ করা যাবে;

চ) ডিলারশিপ প্রদানের পরবর্তী পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ডিলার কর্তৃক পেশকৃত কাগজপত্রে কোনো প্রকার অসত্যতা প্রামাণিত হলে ডিলারশিপ বাতিল হবে এবং সংশ্লিষ্ট ডিলার কর্তৃক প্রদত্ত সমুদয় জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে। তদুপরি কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করতে পারবে।

৫। ডিলার কর্তৃক খাদ্যশস্য উত্তোলন ও উপকারভোগীদের নিকট খাদ্যশস্য বিতরণ পদ্ধতি:

ক) প্রত্যেক ডিলার তার অনুকূলে মাসিক বরাদ্দকৃত চাল/আটার নির্ধারিত মূল্য সরকারি কোষাগারে ট্রেজারি চালানে জমা করে সংশ্লিষ্ট খাদ্য গুদাম/বাফার গুদাম/মোকাম হতে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে খাদ্যশস্য উত্তোলন করবে;

খ) উত্তোলনযোগ্য খাদ্যশস্যের মূল্য, প্রযোজ্য পরিচালন ব্যয় ব্যতীত, খাদ্যশস্য উত্তোলনের কমপক্ষে ১ (এক) দিন পূর্বে সরকারি কোষাগারে নির্ধারিত পদ্ধতিতে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। ডিও ইস্যুকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট চালান যাচাই করে সরকারি কোষাগারে অর্থ জমার বিষয় নিশ্চিত হওয়ার পর ডেলিভারি অর্ডার (ডিও) ইস্যু করবে;

গ) ডিলার খাদ্যশস্যের মান যাচাই এবং ওজন বুঝে নিয়ে উত্তোলন করবে, তার জন্য নির্ধারিত বিক্রয় কেন্দ্রে পৌঁছানো নিশ্চিত করবে;

ঘ) একই উপজেলায় একাধিক গুদাম থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দূরত্ব বিবেচনা করে খাদ্যশস্য উত্তোলনের জন্য ডিলারদেরকে গুদামভিত্তিক সংযুক্ত করে দিবে। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক উত্তোলনের সুবিধার্থে ডিলারকে পার্শ্ববর্তী উপজেলার নিকটবর্তী কোনো গুদামেও সংযুক্ত করে দিতে পারে;

ঙ) প্রত্যেক ডিলার তার কেন্দ্র বা ট্রাক সকাল ৯ টা হতে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত খোলা রাখবে;

চ) গুদাম হতে খাদ্যশস্য উত্তোলনের সাথে সাথে ডিলার এসএমএস করে তদারকি কর্মকর্তাকে অবহিত করবে;

ছ) খাদ্যশস্য উত্তোলনের চাহিদাপত্র প্রস্তুতের সময় পূর্ববর্তী কার্যদিবসের অবশিষ্ট খাদ্যশস্যের পরিমাণ সমন্বয় করে পরবর্তী কার্যদিবসের চাহিদা নির্ধারণ করতে হবে। ইচ্ছাকৃতভাবে অবশিষ্ট খাদ্যশস্য গোপন করে, ভুল তথ্য প্রদান করে অথবা অবশিষ্ট পরিমাণ সমন্বয় না করে চাহিদাপত্র দাখিল করা গুরুতর অনিয়ম হিসেবে গণ্য হবে এবং এ ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে;

জ) নিয়োজিত সকল ওএমএস ডিলারকে সপ্তাহের ০৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের জন্য সমানুপাতিক হারে খাদ্যশস্য বরাদ্দ প্রদান করা হবে। তবে, খাদ্যশস্য বিক্রয় কার্যক্রম রোটেশন পদ্ধতিতে পর্যায়ক্রমে পরিচালিত হবে, যাতে সকল ডিলার সমানভাবে কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়;

ঝ) চাহিদা অনুসারে চালের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং ডিলার ব্যতিত উত্তোলিত চাল/আটা অন্য মধ্যস্বত্বভোগীদের নিয়ন্ত্রণে যাওয়ার বিষয়টি কঠোরভাবে রোধ করার জন্য ডিলারদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত চাল/আটা ডিলার নিজেই উত্তোলন করবে অথবা তার প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী/কর্মকর্তাদের মধ্যে থেকে একজনকে উত্তোলনের ক্ষমতা প্রদান করবে; সেক্ষেত্রে ডিলার উক্ত মনোনীত প্রতিনিধির ছবি প্রত্যয়নপূর্বক লিখিতভাবে এই উত্তোলনের ক্ষমতা প্রদান করবে;

ঞ) সরকার বা খাদ্য অধিদপ্তর ভিন্নরূপ নির্দেশ প্রদান না করলে, একজন ডিলার সর্বোচ্চ ২ (দুই) কার্যদিবসের বিক্রয়যোগ্য খাদ্যশস্য একসঙ্গে উত্তোলন করতে পারবেন। একাধিক কার্যদিবসের খাদ্যশস্য একসঙ্গে উত্তোলনের ক্ষেত্রেও পূর্ববর্তী অবশিষ্ট খাদ্যশস্যের পরিমাণ যথাযথভাবে সমন্বয় করতে হবে;

ট) সরকারি গুদাম হতে খাদ্যশস্য সরবরাহের সময় চাল ও আটার প্রতিনিধিত্বশীল নমুনা সংগ্রহ করতে হবে। গুদাম কর্মকর্তা ও ডিলারের যৌথ স্বাক্ষরে নমুনা পৃথকভাবে সিলগালাকৃত অবস্থায় সংরক্ষণ করতে হবে; যার একটি নমুনা সংশ্লিষ্ট গুদামে এবং অপরটি ডিলারের নিকট সংশ্লিষ্ট খাদ্যশস্য বিক্রয় শেষ হওয়ার পর কমপক্ষে ৭ (সাত) দিন পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে। খাদ্যশস্যের গুণগত মান সম্পর্কে কোনো অভিযোগ বা বিরোধ সৃষ্টি হলে সংশ্লিষ্ট নমুনা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে;

ঠ) ডিলার খাদ্যশস্য উত্তোলন করে উপকারভোগীদের নিকট বিক্রয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;

ড) গুদাম হতে উত্তোলিত খাদ্যশস্য ডিলার নিজ দায়িত্বে নির্ধারিত বিক্রয়কেন্দ্রে পরিবহন ও সংরক্ষণ করবেন এবং নিজে অথবা তার অনুমোদিত প্রতিনিধির মাধ্যমে উপকারভোগীদের নিকট বিক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। অনুমোদিত প্রতিনিধির মাধ্যমে বিক্রয় পরিচালিত হলেও এ নীতিমালা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট খাদ্যশস্য, হিসাব ও বিক্রয় কার্যক্রমের জন্য ডিলার দায়ী থাকবেন;

ঢ) সরকার প্রয়োজনে খাদ্যশস্য উত্তোলনের অন্যরুপ আদেশ দিতে পারবে।

৫.১। নিয়োগপ্রাপ্ত ওএমএস ডিলারদের করণীয়:

ক) নিয়োগ লাভের ০১ মাসের মধ্যে ডিলারকে খাদ্যশস্য লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে; ওএমএস বিক্রয়কেন্দ্র সহজে চিহ্নিত করার জন্য ডিলার তার দোকান বা ট্রাকসেলে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত নকশা ও মাপের ব্যানার বা ফ্লেক্স দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করবে। ব্যানার বা ফ্লেক্সে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক/উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, সংশ্লিষ্ট ডিলারের নাম ও যোগাযোগ নম্বর, নির্ধারিত বিক্রয়মূল্য, জনপ্রতি বিক্রয়যোগ্য পরিমাণ এবং দৈনিক বিক্রয়যোগ্য খাদ্যশস্যের বিতরণের দিন ও পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে;

খ) নিয়োগ প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ০১ মাস সময়ের মধ্যে ডিলার কর্তৃক বিক্রয় কেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা স্থাপন করতে হবে,যৌক্তিক কারণ ব্যতীত ক্যামেরা বন্ধ পাওয়া গেলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে;

গ) ওএমএস কার্যক্রম সংক্রান্ত অভিযোগ জানানোর জন্য সরকার বা কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত হটলাইন নম্বর ব্যানার বা ফ্লেক্সে উল্লেখ করতে হবে। বর্তমানে নির্ধারিত হটলাইন নম্বর ১৬১৫৫ ও ৩৩৩; সরকার বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হটলাইন নম্বর পরিবর্তন করা হলে পরিবর্তিত নম্বর প্রযোজ্য হবে;

ঘ) প্রচারের জন্য ডিলার নিজ খরচে বিক্রয় কেন্দ্রের আশেপাশে প্রয়োজনীয় প্রচার প্রচারণার (মাইকিং ও অন্যান্য) ব্যবস্থা করবে। তাছাড়া প্রতি মাসে অন্তত: ০২ বার নির্ধারিত বিক্রয় এলাকায় মাইকিং-এর ব্যবস্থা করবে এবং সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে এ সম্পর্কে অবহিত করবে। প্রচারের জন্য জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর কার্যালয়/ উপজেলা পরিষদ ভবন/ইউনিয়ন পরিষদ ভবন এবং আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়/ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়/উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে দৃশ্যমান জায়গায় বড় হরফে বিক্রয়ের দিন উল্লেখ করে নোটিশ টাঙ্গাতে হবে;

ঙ) ডিলার বিতরণকৃত ও অবিতরণকৃত খাদ্যশস্যের মাস্টাররোল ও হিসাব সংক্রান্ত রেজিস্টারসমূহ নির্ধারিত ফরম্যাটে নির্বাহ করবে এবং বিক্রয় শেষে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে জমা প্রদান করবে। তবে সরকার নির্দেশনা প্রদান করলে, ওএমএস অ্যাপের নির্ধারিত ফরম্যাটে খাদ্যশস্যের হিসাব নির্বাহ করবে;

চ) খাদ্য অধিদপ্তর পণ্য বিক্রয়কালীন ভোক্তা সাধারণের শৃংখলা, স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং খাদ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা ও সরকারি স্বার্থ বিরোধী সকল প্রকার অনিয়ম রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

ছ) প্রতিদিন বিক্রয় শেষে মোট বিক্রিত ও অবশিষ্ট খাদ্যশস্যের পরিমাণ মজুত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। মাস্টাররোল বা অনুমোদিত ডিজিটাল ব্যবস্থায় লিপিবদ্ধ মোট বিক্রয়ের পরিমাণের সঙ্গে মজুত রেজিস্টারের হিসাব সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। অবশিষ্ট খাদ্যশস্য যাচাই, সংরক্ষণ ও পরবর্তী কার্যদিবসের বরাদ্দ বা চাহিদার সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে;

জ) কোনো পর্যায়ে ওএমএস কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ বা সমাপ্ত হলেও ডিলারের নিকট বৈধভাবে উত্তোলিত অবশিষ্ট খাদ্যশস্য থাকলে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী তা ওএমএস-এর আওতায় বিক্রয়, ফেরত বা অন্য কোনো অনুমোদিত পদ্ধতিতে নিষ্পত্তি করতে হবে;

ঝ) কোনো ডিলার নিজ ডিলারশিপ ব্যতীত অন্য কোনো ডিলারের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবে না এবং এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ বরাবর নির্ধারিত অঙ্গীকারনামা দাখিল করতে হবে। এ বিধানের ব্যত্যয় ঘটলে সংশ্লিষ্ট উভয় ডিলারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে;

ঞ) বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও খাদ্য অধিদপ্তরের আঞ্চলিক কর্মকর্তা, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃক ডিলারের কার্যক্রম পরিদর্শনকালে পণ্য বিক্রয় বা বিতরণ কার্যক্রম সংক্রান্ত সকল তথ্য (রেকর্ডপত্র, মজুদ রেজিস্টার ইত্যাদি) চাহিদা অনুযায়ী ডিলার উপস্থাপন করতে বাধ্য থাকবেন;

ট) খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সারাদেশের যেকোনো জেলায় যে কোনো ডিলারের বিক্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন করতে পারবে। পরিদর্শনকালে পণ্য বিক্রয় বা বিতরণ কার্যক্রম সংক্রান্ত সকল তথ্য (রেকর্ডপত্র, মজুদ রেজিস্টার ইত্যাদি) চাহিদা অনুযায়ী ডিলার উপস্থাপন করতে বাধ্য থাকবেন;

ঠ) খাদ্য বিভাগ ও স্থানীয় প্রশাসনের যে কোনো কর্মকর্তা ডিলারের কার্যক্রম তদারকি বা পরিদর্শন করতে পারবেন। পরিদর্শনকালে খাদ্যশস্য বিক্রয় বা বিতরণ কার্যক্রম সংক্রান্ত সকল তথ্য (রেকর্ডপত্র, মজুদ রেজিস্টার ইত্যাদি) চাহিদা অনুযায়ী ডিলার উপস্থাপন করতে বাধ্য থাকবেন;

ড) অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ০৩ জুলাই ২০২৩ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১০৩.২০.০০৬.১৩.০৩ নম্বর স্মারকে নির্ধারিত মূল্য ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে পরিশোধ করে ডিলার খাদ্যগুদাম থেকে খাদ্যশস্য উত্তোলন করবেন। খাদ্যশস্য এর মূল্য সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হলে পরিবর্তিত মূল্যে ট্রেজারি চালানোর মাধ্যমে নির্ধারিত খাতে অর্থ জমা প্রদান করে খাদ্যশস্য গুদাম থেকে উত্তোলন করে বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

৫.২। ডিলারশিপ সাময়িক স্থগিতকরণ ও বাতিল:

নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক কারণে ওএমএস ডিলারশিপ সাময়িক স্থগিতকরণ, বাতিল, জরিমানা আদায় ও জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে-

ক) ডিলারশিপ নবায়নের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে বিলম্ব ফি পরিশোধসহ ডিলারশিপ নবায়ন না করলে;

খ) সংশ্লিষ্ট কমিটির অনুমোদন ব্যতীত ঘোষিত বিক্রয়কেন্দ্র বা দোকানের স্থান পরিবর্তন করলে বা ঘোষিত বিক্রয়কেন্দ্রের বাহিরে অন্য কোনো স্থানে পণ্য বিক্রয় করলে;

গ) ডিলারগণ সময় মত দোকান না খুললে/ভোক্তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করলে/নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত বিক্রি করলে/নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে বিক্রি করলে, ওজন/পরিমানে কম দিলে, যথাযথ ব্যানার দৃশ্যমান স্থানে টাঙ্গানো না হলে এবং পরিদর্শন ও মজুত রেজিস্টার, ডিও, বরাদ্দ আদেশ, চাল/আটার ভাউচার সংরক্ষণ না করাসহ বিবিধ অনিয়ম করলে;

ঘ) ওএমএস কার্যক্রম চলাকালীন ডিলার/তাঁর প্রতিনিধি নির্ধারিত ওএমএস কেন্দ্রে যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত উপস্থিত না থাকলে;

ঙ) যে সকল কাগজপত্র বা দলিলাদি দাখিল সাপেক্ষে ডিলারশিপ প্রদান করা হয়েছে, তার কোনোটি পরবর্তীতে নকল বলে প্রমাণিত হলে কিংবা স্থগিত বা বাতিল হলে অথবা নবায়ন না করলে;

চ) ওএমএস ডিলার হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ার পরে কোনো ফৌজদারি মামলায় দন্ডপ্রাপ্ত হলে;

ছ) সরকারি/এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকুরিরত অবস্থায় থাকলে বা ঐ ধরণের প্রতিষ্ঠানের কোনো চাকুরিতে যোগদান করলে;

জ) খাদ্য অধিদপ্তরের/মাঠ পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে অশোভন আচরণ প্রমাণিত হলে বা অসত্য অভিযোগ দায়ের করলে বা অন্য কোনো মাধ্যমে মিথ্যা তথ্য প্রদান করলে;

ঝ) ওএমএস ডিলাররা কেন্দ্রীয়, এলাকা, অঞ্চলভিত্তিক কোনো প্রকার সমিতি/এসোসিয়েশন গঠন করলে;

ঞ) কোনো ডিলারের বিরুদ্ধে মিডিয়া কিংবা অন্য কোনোভাবে কোনো অভিযোগ প্রকাশিত বা উত্থাপিত হবার পর উক্ত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হলে; তবে সংশ্লিষ্ট কমিটি এ ধরনের অভিযোগ উত্থাপনের ৩০ দিনের মধ্যে তদন্ত পূর্বক নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

ট) এই নীতিমালা পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের কারণে ডিলারশিপ বাতিল করা যেতে পারে;

ঠ) কোনো ডিলার একনাগারে ১৫ (পনেরো) দিন খাদ্যশস্য উত্তোলনে ব্যর্থ হলে তার ডিলারশিপ বাতিল বলে গণ্য হবে এবং উক্ত ডিলারের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট কমিটি নতুন ডিলার নিয়োগের জন্য সুপারিশ করবে;

ড) কমিটি কর্তৃক বা জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রমাণকসহ কোনো অভিযোগ বা অনিয়ম এর ভিত্তিতে ডিলারশিপ বাতিলের জন্য সুপারিশ করা হলে;

ঢ) একই ব্যক্তির নামে খাদ্য অধিদপ্তর এর একাধিক ডিলারশিপ নেওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার সকল ডিলারশিপ বাতিল হবে;

ণ) বরাদ্দকৃত পণ্য কালো বাজারে বিক্রয়, নির্ধারিত দাম অপেক্ষা বেশী দামে বিক্রয়, খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্যের পরিবর্তে অন্য কোনো পণ্য বিক্রয়, অন্য ব্যক্তির নিকট পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত অনিয়ম, ওজনে কম প্রদান বা অন্য কোনো অনিয়ম বা কারচুপি করলে;

ত) নিয়োগকৃত ডিলার খাদ্য অধিদপ্তরে কর্মরত কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীর পরিবারের সদস্য হিসেবে প্রমাণিত হলে;

থ) ডিলার নিয়োগকালে প্রদত্ত অঙ্গীকার নামার বরখেলাপ হলে বা খাদ্য মন্ত্রণালয়ের/খাদ্য অধিদপ্তরের কোনো লিখিত আদেশ অমান্য করলে;

দ) একই বছরে পর পর দুইবার অথবা বছরে সর্বমোট তিনবার নির্ধারিত তারিখের মধ্যে উপযুক্ত কারণ ব্যতিত মাসিক বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য উত্তোলন করতে ব্যর্থ হলে ডিলারশিপ বাতিল হয়ে যাবে;

ধ) উপরিউক্ত কারণসমুহের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কমিটি ০৭ (সাত) কার্যদিবসের জন্য বরাদ্দ সাময়িক স্থগিত করতে পারবে; ০৭ (সাত) কার্যদিবসের বেশি দিনের জন্য বরাদ্দ স্থগিতের ক্ষেত্রে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর বা তাঁর লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্ত সাপেক্ষে বরাদ্দ স্থগিত বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ডিলারশিপ সাময়িকভাবে স্থগিত করতে পারবে;

(ন) মহাপরিচালকের লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাময়িক স্থগিতাদেশ প্রদান করলে আদেশ জারির ২ (দুই) কর্মদিবসের মধ্যে তা মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তরের নিকট অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে। মহাপরিচালক উক্ত আদেশ বহাল, সংশোধন বা প্রত্যাহার করতে পারবে;

প) ডিলারশিপ সাময়িকভাবে স্থগিত বা বাতিল থাকা অবস্থায় সংশ্লিষ্ট ডিলারের অনুকূলে কোনো খাদ্যশস্য বরাদ্দ, ডেলিভারি অর্ডার (ডিও) বা উত্তোলন আদেশ প্রদান করা যাবে না এবং তিনি ওএমএস কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন না।

৫.৩। ডিলারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা:

ক) কোনো ডিলার এ নীতিমালা, নিয়োগ আদেশ এ বর্ণিত শর্তাবলী, অঙ্গীকারনামা (পরিশিষ্ট-ক) অমান্য করলে; ডিলার কর্তৃক অনুচ্ছেদ ৫.২ এ বর্ণিত অনিয়ম সংগঠিত হলে ; প্রযোজ্য আইন, বিধি বা বৈধ সরকারি নির্দেশনা লঙ্ঘন করলে অনিয়মের প্রকৃতি, গুরুত্ব, পুনরাবৃত্তি এবং সরকারি ও জনস্বার্থের ওপর প্রভাব বিবেচনা করে সতর্কীকরণ, ডিলারশিপ সাময়িকভাবে স্থগিত বা বাতিল, জামানত সমন্বয় বা বাজেয়াপ্ত, প্রাপ্য অর্থ আদায় এবং প্রয়োজনীয় দেওয়ানি বা ফৌজদারি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে;

খ) কোনো ডিলার যৌক্তিক কারণ ব্যতীত নির্ধারিত সময়ে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য উত্তোলন না করলে তাঁকে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদানপূর্বক অনিয়মের প্রকৃতি ও পুনরাবৃত্তি বিবেচনায় সতর্কীকরণ, ডিলারশিপ সাময়িকভাবে স্থগিত বা বাতিলের বা জামানতের আংশিক বা সম্পূর্ণ অর্থ বাজেয়াপ্ত করা যাবে;

গ) কোনো ডিলার কর্তৃক খাদ্যশস্য আত্মসাৎ, আত্মসাতের চেষ্টা, অবৈধ অপসারণ বা কালোবাজারে বিক্রয় প্রমাণিত হলে অথবা মাস্টাররোল, বিক্রয় রেজিস্টার, মজুত রেজিস্টার ও প্রকৃত মজুতের মধ্যে অননুমোদিত ঘাটতি পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট খাদ্যশস্যের পরিমাণ ও আর্থিক মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট খাদ্যশস্যের আর্থিক মূল্যের দ্বিগুণ হারে প্রাপ্য অর্থ আদায় করা যাবে। একই সঙ্গে ডিলারশিপ বাতিল এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফৌজদারি মামলা বা অন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে;

ঘ) ডিলারের নিকট বিক্রয়যোগ্য খাদ্যশস্য মজুত থাকা সত্ত্বেও যৌক্তিক কারণ ব্যতীত কোনো যোগ্য উপকারভোগীর নিকট বিক্রয়ে অস্বীকৃতি, প্রকৃত উপকারভোগীর নিকট বিক্রয় না করে মাস্টাররোলে কারসাজি, ভুয়া বা অসত্য তথ্য অন্তর্ভুক্তি, ভুয়া বিক্রয় প্রদর্শন অথবা অন্য কোনো উপায়ে বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য আত্মসাতের চেষ্টা বা আত্মসাৎ গুরুতর অনিয়ম হিসেবে গণ্য হবে। প্রাথমিকভাবে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেলে ডিলারশিপ সাময়িকভাবে স্থগিত করা যাবে; তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে ডিলারশিপ বাতিল এবং প্রযোজ্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে;

ঙ) নির্ধারিত সময়ে বিক্রয়কেন্দ্র না খোলা, ভোক্তার সঙ্গে অসদাচরণ, জনপ্রতি নির্ধারিত পরিমাণের অতিরিক্ত খাদ্যশস্য বিক্রয়, নির্ধারিত মূল্যের অধিক মূল্য গ্রহণ, ওজন বা পরিমাণে কম প্রদান, নির্ধারিত ব্যানার বা তথ্য প্রদর্শন না করা,

ডেলিভারি অর্ডার (ডিও), উত্তোলনপত্র, চালান, মজুত রেজিস্টার, বিক্রয় রেজিস্টার, মাস্টাররোল বা অন্যান্য আবশ্যিক রেকর্ড সংরক্ষণ না করা অথবা অনুরূপ অন্য কোনো অনিয়মের ক্ষেত্রে অনিয়মের প্রকৃতি, গুরুত্ব ও পুনরাবৃত্তি বিবেচনায় সতর্কীকরণ, ডিলারশিপ সাময়িকভাবে স্থগিত বা বাতিলসহ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে;

চ) ওএমএস কার্যক্রম চলাকালে ডিলার অথবা তাঁর অনুমোদিত প্রতিনিধি যৌক্তিক কারণ ব্যতীত নির্ধারিত বিক্রয়কেন্দ্রে উপস্থিত না থাকলে তা অনিয়ম হিসেবে গণ্য হবে। অনিয়মের পুনরাবৃত্তি বা গুরুতর অবহেলার ক্ষেত্রে ডিলারশিপ সাময়িকভাবে স্থগিত বা বাতিল করা যাবে;

ছ) উপজেলা কমিটির নিকট হতে ডিলারশিপ স্থগিতের বা কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ পাওয়া গেলে জেলা কমিটি উক্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করবে; ডিলারশিপ স্থগিতের বা জরিমানা আরোপের বিষয়ে উপজেলা কমিটির সুপারিশ জেলা কমিটি, জেলা কমিটির সুপারিশ বিভাগীয় কমিটি এবং বিভাগীয় কমিটির সুপারিশ খাদ্য অধিদপ্তর ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তবে সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য কমিটি এ ধরণের কোনো সুপারিশ প্রণয়নের পূর্বে অভিযোগ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া ও অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য অভিযুক্ত ডিলারকে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করবে এবং প্রয়োজনে তদন্ত কমিটির মাধ্যমে তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

জ) ডিলারশিপ লাইসেন্স নবায়নে অস্বীকৃতির পূর্বে লাইসেন্স ইস্যুকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট ডিলারকে লিখিতভাবে কারণ অবহিত করে আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিবে এবং ডিলারের বক্তব্য বিবেচনা করে কারণ উল্লেখপূর্বক লিখিত আদেশ প্রদান করবে;

ঝ) ডিলারশিপ বাতিলের পূর্বে, জরুরি পরিস্থিতি ব্যতীত, সংশ্লিষ্ট ডিলারকে অভিযোগ লিখিতভাবে জানিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিতে হবে। তদন্ত প্রতিবেদন, ডিলারের জবাব, প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কমিটির সুপারিশ বিবেচনা করে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর কারণ উল্লেখপূর্বক ডিলারশিপ বাতিল বা অন্য কোনো উপযুক্ত চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করতে পারবেন;

ঞ) একই অর্থবছরে পর পর দুইবার অথবা সমগ্র অর্থবছরে সর্বমোট তিনবার মাসিক বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য উত্তোলনে ব্যর্থ হলে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট কমিটির সুপারিশক্রমে অভিযুক্ত ডিলারের জামানত বাজেয়াপ্তসহ ডিলারশিপ বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবেন। এ ক্ষেত্রে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণের প্রয়োজন হবে না;

ট) খাদ্য মন্ত্রণালয় বা তদারকি কর্তৃপক্ষ ডিলার কর্তৃক সংঘটিত কোনো অনিয়ম সরাসরি প্রত্যক্ষ করলে, ডিলার কর্তৃপক্ষের কোনো গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ লঙ্ঘন করলে বা ডিলারের বিরুদ্ধে কোনো বস্তুনিষ্ঠ অভিযোগ উত্থাপিত হলে এবং তা কর্তৃপক্ষ আমলে নিলে ডিলারশিপ ও বরাদ্দ সাময়িক স্থগিত করা, বিক্রয় বন্ধ রাখা, সতর্ক করা, ডিলারশিপ বাতিলসহ তাৎক্ষণিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। তবে পরবর্তীতে এ ধরণের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কমিটিকে অবহিত করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ডিলারশিপ স্থগিতের ক্ষেত্রে ১ (এক) মাসের মধ্যে তা নিষ্পত্তি করতে হবে অথবা ডিলারশিপ বাতিলের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে, অন্যথায় স্থগিতাদেশ বাতিল বলে গণ্য হবে।

৫.৪। ডিলারশিপ সাময়িক স্থগিত বা বাতিলের ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে ওএমএস কার্যক্রম চলমান রাখা :

কোনো ডিলারের ডিলারশিপ বাতিল হলে স্বল্প সময়ের মধ্যে নীতিমালা অনুযায়ী নতুন ডিলার নিয়োগ করতে হবে। নতুন ডিলার নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত বা খাদ্যশস্য বিতরণ চলাকালে যে কোনো কারণে ডিলারশিপ বাতিল/স্থগিত হলে উপকারভোগীদের স্বার্থে পার্শ্ববর্তী কেন্দ্রের ডিলার এর মাধ্যমে বা কমিটির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সাময়িকভাবে খাদ্যশস্য উত্তোলন/বিতরণ করা যাবে।

৫.৫। জরুরী প্রয়োজনে বিশেষ এলাকার জন্য সাময়িক ডিলার নিয়োগ:

ক) সরকার বা খাদ্য অধিদপ্তর ওএমএস কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোনো নির্দিষ্ট ডিলারের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করতে বাধ্য থাকবে না। জনস্বার্থে, খাদ্যশস্যের সুষ্ঠু বিতরণ, কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জরুরি প্রয়োজন বা প্রশাসনিক কারণে সরকার খাদ্য অধিদপ্তরের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অথবা সাময়িকভাবে ডিলার নিয়োগ করে অথবা সরকার নির্ধারিত অন্য কোনো বৈধ পদ্ধতিতে ওএমএস কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে; বিশেষ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মেয়াদই এ ধরণের ডিলারের নিয়োগের মেয়াদ হবে;

খ) সাময়িকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো ডিলার নির্দিষ্ট বিক্রয়কেন্দ্রে ওএমএস কার্যক্রম পরিচালনার অব্যাহত, একচ্ছত্র বা অর্জিত অধিকার দাবি করতে পারবে না। তবে ইতোমধ্যে সৃষ্ট বৈধ আর্থিক পাওনা বা আইনসিদ্ধ অধিকার, যদি থাকে, প্রচলিত আইন ও এ নীতিমালা অনুযায়ী নিষ্পত্তি করতে হবে।

৫.৬। আপিল, রিভিউ ও রিভিশন:

ক) ডিলারশিপ লাইসেন্স নবায়নে অস্বীকৃতির আদেশে সংক্ষুব্ধ ডিলার আদেশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কমিটি বরাবর আপিল করতে পারবে। তবে উপজেলা কমিটি কোনো আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবে না এবং এইরূপ ক্ষেত্রে জেলা কমিটির নিকট আপিল আবেদন দাখিল করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কমিটি ডিলারের আবেদন, পূর্ববর্তী কার্যক্রম, প্রাসঙ্গিক রেকর্ড এবং লাইসেন্স ইস্যুকারী কর্মকর্তার আদেশ বিবেচনা করে আপিল নিষ্পত্তি করবে;

খ) মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর দ্বারা লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত সাময়িক স্থগিতাদেশে সংক্ষুব্ধ ডিলার আদেশ প্রাপ্তির ১৫ (পনেরো) কর্মদিবসের মধ্যে মহাপরিচালক বরাবর রিভিউ আবেদন করতে পারবে। মহাপরিচালক সংশ্লিষ্ট রেকর্ড, প্রাথমিক তদন্তের তথ্য এবং জনস্বার্থ বিবেচনা করে সাময়িক স্থগিতাদেশ বহাল, সংশোধন বা প্রত্যাহার করতে পারবে;

গ) সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক আপিলের ওপর প্রদত্ত আদেশ, মহাপরিচালক কর্তৃক ডিলারশিপ বাতিলের আদেশ অথবা উপ-অনুচ্ছেদ (খ)-এর রিভিউ আবেদনের ওপর প্রদত্ত আদেশে সংক্ষুব্ধ ডিলার উক্ত আদেশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয় বরাবর রিভিশন আবেদন করতে পারবে;

ঘ) খাদ্য মন্ত্রণালয় রিভিশন আবেদন নিষ্পত্তিকালে সংশ্লিষ্ট আদেশের আইনগত বৈধতা, এখতিয়ার, প্রক্রিয়াগত যথার্থতা, প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণ, ডিলারকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে কি না এবং আদেশটি ন্যায়সংগত কি না তা বিবেচনা করতে পারবে;

ঙ) আপিল, রিভিউ বা রিভিশন আবেদন দায়েরের কারণে সংশ্লিষ্ট আদেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থগিত হবে না, যদি না আপিল, রিভিউ বা রিভিশনকারী কর্তৃপক্ষ ভিন্নরূপ আদেশ প্রদান করে;

চ) খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক রিভিশন আবেদনের ওপর প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৫.৭। ডিলারশিপ হস্তান্তর/সমর্পণ/অবসান:

নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে ডিলারশিপ হস্তান্তরের আবেদন করা যাবে-

ক) ডিলারের মৃত্যু ব্যতীত ডিলারশিপ হস্তান্তরযোগ্য নয়; কোনো ডিলার অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ডিলারশিপের অধিকার, দায়িত্ব বা কার্যক্রম হস্তান্তর করতে পারবে না;

খ) কোনো ডিলার তার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে (যেমন আর্থিক ক্ষতি, ব্যবসায় ক্ষতি) ডিলারশিপ সমর্পণ/অবসান করতে চাইলে তাকে যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট কমিটির বরাবর আবেদন করতে হবে। ডিলারশিপ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে আবেদনকারীর কোনো দায়দেনা নেই মর্মে নিশ্চিত হয়ে ডিলারশিপ অবসান সংক্রান্ত আদেশ জারি করতে পারবে;

গ) ডিলারের মৃত্যুজনিত কারণে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে প্রাপ্ত ওয়ারিশ সনদের ভিত্তিতে ডিলারের একজন বৈধ ওয়ারিশের নামে ডিলারশিপ হস্তান্তর করা যাবে। এক্ষেত্রে, একাধিক বৈধ ওয়ারিশ থাকলে অন্যান্য ওয়ারিশগণের না দাবী/ অনাপত্তি পত্র দাখিল করতে হবে; তবে ০৩ মাসের মধ্যে ওয়ারিশ সম্পর্কিত জটিলতা মীমাংসা না হলে, সংশ্লিষ্ট কমিটি নতুন ডিলার নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

ঘ) মৃত্যু ব্যতীত ডিলার গুরুতর অসুস্থ, শারীরিকভাবে অক্ষম বা চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়লেও ডিলারশিপ হস্তান্তরের আবেদন বিবেচনা করা যাবে। এক্ষেত্রে নিম্নরূপ শর্তাবলী পূরণ ও কাগজপত্র দাখিল করতে হবে:

i) এ ধরনের হস্তান্তর কেবলমাত্র ডিলারের পরিবারের সদস্যদের (স্বামী বা স্ত্রী/প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে বা মেয়ে) মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। তবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্বামী /স্ত্রী অগ্রাধিকার পাবে;

ii) গুরুতর অসুস্থ/শারীরিকভাবে অক্ষম/চলৎশক্তিহীন হওয়ার স্বপক্ষে জেলার সিভিল সার্জন বা মেডিকেল বোর্ডের মূল সনদ সংযুক্ত থাকতে হবে;

(iii) ডিলারশিপ হস্তান্তরের জন্য মনোনীত ব্যক্তির জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত ছায়ালিপি দাখিল করতে হবে;

(iv) ডিলার গুরুতর অসুস্থ/শারীরিকভাবে অক্ষম/চলৎশক্তিহীন হলে তার মনোনীত ব্যক্তির নামে ডিলারশিপ হস্তান্তরের আবেদনের সাথে সম্পর্কের (স্বামী বা স্ত্রী, ছেলে বা মেয়ে) স্বপক্ষে প্রমাণক হিসেবে জন্ম সনদের সত্যায়িত ছায়ালিপি দাখিল করতে হবে। ডিলারের স্বামী বা স্ত্রী ও একাধিক সন্তান থাকলে পরিবারের একজনের নামে ডিলারশিপ হস্তান্তরের আবেদনের সাথে স্বামী/স্ত্রী ও অন্যান্য সন্তানের অনাপত্তি এফিডেভিট মূলে দাখিল করতে হবে;

(v) মনোনীত ব্যক্তির নিকট ডিলারশিপ হস্তান্তর করা হলে সাধারণভাবে তা অপরিবর্তনীয় হবে;

(vi) ডিলারশিপ হস্তান্তর প্রস্তাব অনুমোদিত হলে মূল ডিলার কর্তৃক জমাকৃত জামানতের অর্থ বহাল থাকবে তবে নতুন ব্যক্তির সাথে প্রচলিত বিধি অনুযায়ী পুনরায় চুক্তি সম্পাদন করতে হবে;

(vii) সংশ্লিষ্ট উপজেলা ও জেলা কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর ডিলারশিপ হস্তান্তরের প্রস্তাব অনুমোদন করবে;

ঙ) কর্তৃপক্ষ বা ডিলার, যে কোনো পক্ষ ৩ (তিন) মাসের আগাম নোটিশের মাধ্যমে ডিলারশিপ এর অবসান করতে পারবে। এছাড়া ডিলার নিয়োগ পদ্ধতি পরিবর্তন/সংশোধনের প্রয়োজনে যে কোনো সংখ্যক বা সকল ডিলারের ডিলারশিপ বাতিলের ক্ষমতা সরকার সংরক্ষণ করে।

৬। ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ইস্যু:

ওএমএস ডিলারের ইস্যুকৃত লাইসেন্স হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে সংশ্লিষ্ট থানায় জিডি করতে হবে। উক্ত জিডির কপি এবং লাইসেন্স ফি বাবদ মহানগর/বিভাগীয় শহর/জেলা শহর/'ক' শ্রেণির পৌরসভা এর ক্ষেত্রে ৮০০ (আটশত) টাকাসহ প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা/জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক এবং উপজেলা/ইউনিয়ন/অন্যান্য পৌরসভা এর ক্ষেত্রে ৫০০ (পাঁচশত) টাকাসহ সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক বরাবর আবেদন করতে হবে। প্রধান নিয়ন্ত্রক, ঢাকা রেশনিং, ঢাকা/ সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক প্রাপ্ত আবেদন ও নির্ধারিত ফি জমার প্রেক্ষিতে ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ইস্যু করবেন।

৭। নির্দেশদান ও নীতিমালা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন ক্ষমতা:

ক) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনবোধে যে কোনো আদেশ-নির্দেশ জারি করতে পারবে;

খ) সরকার জরুরী প্রয়োজনে দেশের যে কোনো এলাকায় (বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন অঞ্চল, উপকূলীয় দ্বীপসমূহ, চর অঞ্চল, হাওড় এলাকা ও পার্বত্য এলাকার বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়ছড়ি পার্বত্য জেলার যে কোনো এলাকায়) ওএমএস এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে ওএমএস কর্মসূচির সম্প্রসারণ/হ্রাস, ডিলার নিয়োগ বা বাতিল কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে এবং এ নীতিমালার যে কোনো শর্ত ও বিষয়, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন এবং সংযোজন করতে পারবে।

৮। রহিতকরণ ও হেফাজত:

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ০৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখের ১৩.০০.০০০০.০৪৬.৩৬.০০১.২০.২০২ নম্বর স্মারকে জারিকৃত "খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (ওএমএস) নীতিমালা, ২০২৪" এবং এ নীতিমালা সংক্রান্ত সকল প্রজ্ঞাপন এতদ্দ্বারা রহিত করা হলো। উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিতকৃত নীতিমালার অধীন-

ক) কৃত কোনো কার্যক্রম, গৃহীত কোনো কর্ম ব্যবস্থা বা সূচিত কোনো কার্যধারা এই নীতিমালার অধীন কৃত, গৃহীত বা সূচিত হয়েছে বলে গণ্য হবে;

খ) গৃহীত কোনো কার্যক্রম বা সূচিত কোনো কার্যধারা অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকলে এরূপভাবে নিষ্পন্ন করতে হবে যেন ইহা এ নীতিমালার অধীন গৃহীত বা সূচিত হয়েছে;

গ) প্রণীত বিধি বা প্রদত্ত কোনো আদেশ বা নির্দেশ বা জারিকৃত প্রজ্ঞাপন বা নীতিমালা বা প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি বা সম্পাদিত অন্য কোনো আইনগত ইন্সট্রুমেন্ট উক্তরূপ রহিতকরণের অব্যবহিত পূর্বে বলবৎ থাকলে, এই নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এ নীতিমালার অধীন রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত এটি বলবৎ থাকবে;

ঘ) কোনো মামলা বা আইনগত কার্যধারা কোনো আদালতে চলমান থাকলে এরূপভাবে নিষ্পত্তি করতে হবে যেন উক্ত নীতিমালা রহিত হয়নি।

আবু তাহের মো: মাসুদ রানা
সচিব
খাদ্য মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর ১৩.০০.০০০০.০৪৬.৩৬.০০১.২০.১১

১২ কার্তিক ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
তারিখ: ----------
২৮ অক্টোবর ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়,
২। মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ১৬, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
৩। বিভাগীয় কমিশনার (সকল),
৪। যুগ্মসচিব (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়,
৫। জেলা প্রশাসক (সকল),
৬। উপসচিব (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়,
৭। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল),
৮। সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়,
৯। সচিবের একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়।
১০। সহকারী প্রোগ্রামার/সহকারী সচিব (সকল), খাদ্য মন্ত্রণালয়।

২৮/১০/২৬

(মোঃ আল মামুন)
সিনিয়র সহকারী সচিব (সরবরাহ-১)
ফোন ০২৯৫১৪৬১৬
ইমেইল: dssupply1@mofood.gov bd

পরিশিষ্ট-ক

অঙ্গীকারনামা

আমি.....পিতা/স্বামী..... মাতা.....ইউনিয়ন.....ওয়ার্ড নং ..... ঠিকানা.....মোবাইল নম্বর.....
জাতীয় পরিচয়পত্র নং.....

ওএমএস ডিলার হিসেবে নিয়োগপত্র গ্রহণের উদ্দেশ্যে এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে,

১) খাদ্য মন্ত্রণালয় নির্দেশিত শর্ত অনুযায়ী নির্ধারিত মূল্যে ও সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ওএমএস খাতে চাল/আটা বিক্রয় করতে বাধ্য থাকবো;

২) সরকার প্রয়োজন মোতাবেক যে কোনো সময়, যে কোনো ধরণের এবং যে কোনো পরিমাণের খাদ্যশস্য/খাদ্যদ্রব্য বরাদ্দ করতে পারবে। সরকার প্রয়োজনে বরাদ্দ বন্ধও রাখতে পারে। এতে কোনো অবস্থাতেই আমি কোনো প্রকার আপত্তি করবো না;

৩) আমার নির্ধারিত বিক্রয় কেন্দ্রে/দোকানের সামনে ওএমএস নির্দেশ অনুযায়ী প্যানাপ্লেক্স (লাল রং) ব্যানার (৬ ফুট/৩ফুট) ঝুলাতে বাধ্য থাকবো এবং প্যানাপ্লেক্স (লাল রং) ব্যানারে খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ (সাদা রং) থাকবে;

৪) প্রথম পর্যায়ে প্রচারের জন্য বিক্রয় কেন্দ্রের আশেপাশের এলাকায় নিয়মিত মাইকযোগে প্রয়োজনীয় প্রচার প্রচারণার ব্যবস্থা করবো; পরবর্তীতে প্রতি মাসে কমপক্ষে ০২ বার মাইকযোগে প্রচারণা অব্যাহত রাখবো;

৫) নির্দেশিত সময়ে চাল/আটা বিক্রয়ের জন্য আমি অবশ্যই দোকান খোলা রাখব নির্ধারিত বিক্রয় কেন্দ্রে হাজির থাকবো;

৬) আমার অনুকূলে বরাদ্দকৃত চাল/আটার হিসাবপত্র সংরক্ষণ, নিরাপত্তা, গুণগতমান এবং পরিমাণের জন্য আমি দায়ী থাকব ও বিতরণকালে ভোক্তাওয়ারি মাস্টাররোল প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করবো, একটি মজুত রেজিস্টার পরিচালনা করবো এবং একটি পরিদর্শন রেজিস্টার রাখবো;

৭) কোনো অবস্থাতেই আমি কোনো প্রকার অনিয়ম/কারচুপি করবো না; যে কোনো অনিয়মের জন্য আমি আইনতঃ দন্ডনীয় হবো;

৮) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বরাদ্দকৃত মালামাল পরিদর্শনের জন্য ও হিসাবাদি পরীক্ষার জন্য সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকবো;

৯) বিতরণের জন্য বরাদ্দ করা মালামাল সময়মত উত্তোলন করবো এবং দোকান/খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক নির্দেশিত স্থানে বিক্রয় করার জন্য মজুত রাখবো;

১০) জনসাধারণের স্বার্থে দোকান/ট্রাকযোগে খোলাবাজারে চাল বিক্রয় কার্যক্রমের আওতায় পরবর্তীতে সরকার কোনো প্রকার নির্দেশ জারি করলে তা আমি মেনে চলতে বাধ্য থাকবো;

১১) বরাদ্দকৃত মালামাল বিতরণে অনিয়ম বা মালামালের ঘাটতি হলে, ঐ পরিমাণ মালামালের জন্য অর্থনৈতিক মূল্যের দ্বিগুণ হারে (দন্ডমূলক হারে পূর্বের জমা মূল্য বাদে) অর্থ সরকারি খাতে জমা দিতে আমি বাধ্য থাকবো। অন্যথায় কর্তৃপক্ষ আইনগতভাবে ক্ষতির মূল্য দন্ডমূলক হারে আমার বা আমার অবর্তমানে আমার ওয়ারিশদের নিকট হতে আদায় করতে পারবে;

১২) ডিলার হিসেবে সময় মত দোকান না খুললে/ভোক্তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করলে/নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত বিক্রি করলে/নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে বিক্রি করলে, ওজন/পরিমানে কম দিলে, যথাযথ ব্যানার দৃশ্যমান স্থানে টাঙ্গানোতে ব্যর্থ হলে এবং পরিদর্শন ও মজুত রেজিস্টার, ডিও, বরাদ্দ আদেশ, চাল/আটার ভাউচার সংরক্ষণ না করি- এসকল বিবিধ অনিয়মের জন্য আমার ডিলারশিপ স্থগিত বা বাতিল করা যাবে। কর্তৃপক্ষ খাদ্যশস্য বিক্রয়ে আমার কোনো অনিয়মের জন্য জামানত বাজেয়াপ্ত করতে পারবে;

১৩) নিজ ডিলারশিপ ব্যতীত অন্য কোনো ডিলারের প্রতিনিধিত্ব/খাদ্যশস্য উত্তোলন করবো না; এবং

১৪) এই অঙ্গীকারনামার কোনো শর্ত/শর্তাবলি ভঙ্গ করলে কর্তৃপক্ষ যে কোনো সময় প্রয়োজনবোধে (বিনা নোটিশে) আমার জামানত সরকারি খাতে বাজেয়াপ্ত করতে পারবে এবং আমার অনুকূলে বরাদ্দ বাতিল বা সাময়িকভাবে বন্ধ করতে বা ডিলারশিপ বাতিল বা কালোতালিকাভুক্ত করতে পারবে।

ডিলারের স্বাক্ষরঃ.....
ডিলারের নামঃ.....
ডিলারের ঠিকানাঃ.....

ডিলারের জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বরঃ.....

ডিলারের মোবাইল নম্বরঃ.....

সাক্ষী-১

স্বাক্ষর: .....

নাম: .....

ঠিকানা:.....

জাতীয় পরিচয় পত্র নং ...

মোবাইল নম্বর:.....

সাক্ষী-২ (পরিবারের সদস্য)

স্বাক্ষর: .....

নাম: .....

ঠিকানা:.....

জাতীয় পরিচয় পত্র নং.....

মোবাইল নম্বর:.....

পরিশিষ্ট- খ

আবেদন পত্রের নমুনা

বরাবর

১। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক

২। প্রধান নিয়ন্ত্রক

ঢাকা রেশনিং, ঢাকা।

৩। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক

৪। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক

বিষয় : ওএমএস ডিলারশিপ প্রাপ্তির আবেদন।

মহোদয়,

আমি বাংলাদেশের নাগরিক। আমার দোকানে/গুদামে ..... মে.টন খাদ্যশস্য সংরক্ষণ করার মত প্রয়োজনীয় স্থান সংকুলান রয়েছে। ওএমএস এর আওতায় সরবরাহকৃত খাদ্যশস্য বিক্রয়ের নিমিত্ত ডিলারশিপ প্রাপ্তির জন্য খাদ্যশস্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম এবং আর্থিক স্বচ্ছলতার সনদসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি সংযুক্ত করে দাখিল করলাম। দাখিলকৃত তথ্যাদি সত্য ও নির্ভুল। আমি "খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (ওএমএস) নীতিমালা-২০২৪" (সংশোধিত) এর সকল নিয়ম ও সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে মেনে চলবো।

ক)	আবেদনকারীর নাম :		
খ)	পিতা/স্বামী/স্ত্রীর নাম :		
গ)	মাতার নাম :		
ঘ)	জন্ম তারিখ :		
ঙ)	স্থায়ী ঠিকানা :		
চ)	প্রতিষ্ঠানের নাম :		
ছ)	প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা :		
জ)	জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর :		
ঝ)	ইমেইল/মোবাইল নম্বর:		
ঞ)	যে বিক্রয় কেন্দ্রের জন্য ডিলার হতে আগ্রহী:		
ট)	দোকান/গুদাম এর বিবরণ (নিজস্ব/ ভাড়া, ধারণক্ষমতা)		
ঠ)	পরিবারের অপর সদস্যের নামে ওএমএস ডিলারশিপ/ ময়দা মিল আছে কি-না? থাকলে তার স্পষ্ট বিবরণ উল্লেখ করতে হবে।		
	হ্যা	না	

	হ্যা হলে তার সাথে সম্পর্ক এবং ব্যবসার বিবরণ (যদি থাকে)	
ড)	খাদ্য বিভাগ ব্যতীত অন্য কোনো পন্যের ডিলারশিপ থাকলে নাম এবং প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা :	

নিবেদক-
তারিখ:
(নাম:----------)
মোবাইল নম্বর:

সংযুক্তি:

০১। পাসপোর্ট সাইজের ০৩(তিন) কপি ছবি;
০২। জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) এর ফটোকপি;
০৩। ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক স্বচ্ছলতার সনদপত্র;
০৪। ট্রেড লাইসেন্সের কপি ;
০৫। গুদাম/দোকান ভাড়ার দলিল/মালিকানার প্রমাণক ;
০৬। নাগরিকত্ব সনদের ফটোকপি;
০৭। আবেদন ফি বাবদ ১০০০ টাকার অফেরতযোগ্য পোস্টাল অর্ডার/পে অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট (আবেদন ফি সহ আবেদন কোনোক্রমেই ডিলারশিপ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করে না)

পরিশিষ্ট গ

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়

ছবি

ওএমএস ডিলারশিপ লাইসেন্স

লাইসেন্স নং-

লাইসেন্স ইস্যুর বিবরণ			
ইস্যুর তারিখ	কার্যকাল	নবায়নের তারিখ	কার্যকাল

"খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় (ওএমএস) নীতিমালা-২০২৪" (সংশোধিত) অনুযায়ী ওএমএস কর্মসূচিতে খাদ্যশস্য বিতরণের লক্ষ্যে নিম্নে উল্লিখিত ব্যক্তির অনুকূলে ওএমএস ডিলারশিপ লাইসেন্স ইস্যু করা হলো। এই লাইসেন্সের কার্যকাল নবায়ন সাপেক্ষে --------- তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

লাইসেন্সধারীর নাম :

পিতার নাম:

মাতার নাম:

ঠিকানা:

গুদাম/দোকানের বিবরণ:

জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক

পরিশিষ্ট- ঘ

চেক লিস্ট

ক্রম	বিবরণ
১	আবেদনকারীর পরিচয়: নাম: পিতার নাম: মাতার নাম: ঠিকানা:
২	হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স: (যে এলাকায় ওএমএস ডিলারের জন্য আবেদন করা হবে সে এলাকার ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ইস্যুকৃত ট্রেড লাইসেন্স)
৩	ব্যাংক স্বচ্ছলতার সনদপত্র:
৪	ব্যবসা প্রতিষ্ঠান/ দোকানের অবস্থান, ধরণ (পাকা, আধাপাকা, কাঁচা ইত্যাদি) ও ধারণক্ষমতা:
৫	দোকানের মালিকানা: (নিজস্ব দোকান হলে মালিকানার কাগজপত্র এবং ভাড়ায় দোকান হলে দোকান ভাড়ার চুক্তিপত্র)
৬	জাতীয় পরিচয়পত্র:
৭	খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক কালো তালিকাভুক্ত/বারিত কিনা?
৮	খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রাধীন কোনো কার্যক্রমের সাথে নিজে/নিয়ন্ত্রনাধীন কেহ সংশ্লিষ্ট কিনা?
৯	আবেদনকারী সরকারি চাকরিজীবী/জনপ্রতিনিধি কিনা?